প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২২ ❖ ২৮ জুন - ৪ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

কুষ্ঠ থেকে করোনা : একটি অনুধ্যান

ভালবাসার উৎস যিশু হৃদয়

কোভিড ১৯ রোগীদের নতুন আশা
কনভালসেন্ট প্লাজমা থেরাপি (সিপিটি)

১৩ ফেব্রুয়ারি	১লা ফাল্গুন
১৪ ফেব্রুয়ারি	বিশ্ব ভালোবাসা দিবস
২১ ফেব্রুয়ারি	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
৮ মার্চ	আন্তর্জাতিক নারী দিবস
২২ মার্চ	বিশ্ব পানি দিবস
২৩ মার্চ	বিশ্ব আবহাওয়া দিবস
৭ এপ্রিল	বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস
১৪ এপ্রিল	বাংলা নববর্ষ
১ মে	আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস
৩ মে	বিশ্ব মুক্ত সাংবাদিকতা দিবস
৪ মে	রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন
মে মাসের ২য় রোববার	মা দিবস
১২ মে	আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস
১৫ মে	আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস
২৫ মে	ঈদ-উল-ফিতর
২৫ মে	কাজী নজরুলের জন্মদিন
২৯ মে	জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী দিবস
৫ জুন	বিশ্ব পরিবেশ দিবস
২০ জুন	বিশ্ব উদ্বাস্তু দিবস
২৬ জুন	মাদকদ্রব্য অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস
জুনের ৩য় সোমবার	বাবা দিবস
জুলাইয়ের ১ম শনিবার	আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস
১১ জুলাই	বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস
৩১ জুলাই	ঈদ-উল-আযহা
১ আগস্ট	বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস
২ আগস্ট	বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস
৯ আগস্ট	বিশ্ব আদিবাসী দিবস
১২ আগস্ট	আন্তর্জাতিক যুব দিবস
১১ আগস্ট	জন্মাষ্টমী
১৫ আগস্ট	বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী
৮ সেপ্টেম্বর	আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস
অক্টোবর মাসের ১ম সোমবার	বিশ্ব শিশু দিবস
১ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস
৫ অক্টোবর	বিশ্ব শিক্ষক দিবস
৯ অক্টোবর	বিশ্ব ডাক দিবস
১০ অক্টোবর	বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস
১৬ অক্টোবর	বিশ্ব খাদ্য দিবস
১৭ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস
২৪ অক্টোবর	জাতিসংঘ দিবস
২৫ অক্টোবর	বিজয়া দশমী (দূর্গা পূজা)
১৪ নভেম্বর	বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস
১ ডিসেম্বর	বিশ্ব এইডস দিবস
৩ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস
৯ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন দিবস
১০ ডিসেম্বর	বিশ্ব মানবাধিকার দিবস

১ জানুয়ারি	ঈশ্বর জননীর কুমারী মারীয়ার পর্ব ও শান্তিদিবস
৭ জানুয়ারি	প্রভুর যিশুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব
২ ফেব্রুয়ারি	প্রভুর নিবেদন পর্ব ও বিশ্ব সন্ন্যাসব্রতী দিবস
১১ ফেব্রুয়ারি	বিশ্ব রোগী দিবস, লুর্দের রাণী মারিয়ার পর্ব,
২৬ ফেব্রুয়ারি	ভস্ম বুধবার
১১ মার্চ	কারিতাস রবিবার
১৮ মার্চ	আর্চবিশপ মাইকেল'র মৃত্যু বার্ষিকী
১৯ মার্চ	সাধু যোসেফের মহাপর্ব
৫ এপ্রিল	তালপত্র রবিবার
৯ এপ্রিল	পুণ্য বৃহস্পতিবার, যাজক দিবস
১০ এপ্রিল	পুণ্য শুক্রবার
১২ এপ্রিল	পুনরুত্থান রবিবার
১৯ এপ্রিল	ঐশ করুণার পর্ব
১ মে	মে দিবস, শ্রমিক সাধু যোসেফ
৩ মে	বিশ্ব আহ্বান দিবস
২১ মে	প্রভু যিশুর স্বর্গারোহন মহাপর্ব
১৩ মে	ফাতিমা রাণীর স্মরণ দিবস
৩১ মে	পঞ্চাশত্তমী পর্ব, পবিত্র আত্মার মহাপর্ব
৭ জুন	পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব
১৩ জুন	পাদুয়ার সাধু আন্তনীর পর্ব
১৪ জুন	প্রভুর পুণ্য দেহ রক্তের মহাপর্ব
১৯ জুন	মহাপর্ব, পবিত্র যিশুর হৃদয়
৪ আগস্ট	সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী, যাজক
৬ আগস্ট	প্রভু যিশুর দিব্য রূপান্তর
১৫ আগস্ট	কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্ব
২৯ আগস্ট	দীক্ষাগুরু যোহনের জন্মোৎসব
২ সেপ্টেম্বর	আর্চবিশপ টি.এ গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী
৫ সেপ্টেম্বর	কলকাতার সাধ্বী তেরেজা
৮ সেপ্টেম্বর	কুমারী মারীয়ার জন্মোৎসব
১৪ সেপ্টেম্বর	পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব
২৭ সেপ্টেম্বর	সাধু ভিনসেন্ট দি পল, যাজক স্মরণ দিবস
২৯ সেপ্টেম্বর	মহাদূত মাইকেল, রাফায়েল, গাব্রিয়েলের পর্ব
১ অক্টোবর	ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব
২ অক্টোবর	রক্ষক দূতের মহাপর্ব
৪ অক্টোবর	আসিসি'র সাধু ফ্রান্সিস
১৫ অক্টোবর	বিশ্ব প্রেরণ রবিবারের দান সংগ্রহের ঘোষণা
১ নভেম্বর	নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব
২ নভেম্বর	পরলোগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
১৫ নভেম্বর	বিশ্ব দরিদ্র দিবস
২২ নভেম্বর	খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব
২৯ ডিসেম্বর	আগমনকালের ১ম রবিবার
২৫ ডিসেম্বর	শুভ বড়দিন
৩০ ডিসেম্বর	পবিত্র পরিবারের পর্ব

বিশেষ ঘোষণা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র প্রিয় গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী, সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা। করোনাভাইরাস-এর সঙ্কটকালীন সময়ে আমরা আপনাদের সাথে রয়েছি। আপনাদের সহযোগিতায় আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে আমরা দৃঢ় আশাবাদি। তবে করোনা পরিস্থিতির কারণে বিতরণ কার্যক্রম কিছুটা বাধাগ্রস্ত ও সংকুচিত হচ্ছে। তাই বাংলাদেশের সব স্থানে স্বাভাবিক বিতরণ সম্ভব হচ্ছে না বলে দুঃখিত। পরিস্থিতি বিবেচনা করে শিঘ্রই স্বাভাবিক নিয়মে বিতরণ করার চেষ্টা করবো।

-সম্পাদক

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ২২
২৮ জুন - ৪ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
১৪ - ২০ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

করোনা সংকট মোকাবেলা করে এগিয়ে চলতে হতে এবং মানবিক হতে হবে

ইতোমধ্যে বাংলাদেশেও বেশ ঝাঁকিয়ে বসেছে করোনাভাইরাস। বাংলাদেশে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি প্রথম চিহ্নিত হয় এবছরের ৮ মার্চ এবং ২৪ জুন তারিখ পর্যন্ত করোনাভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তির মোট সংখ্যা হলো ১২২,৬৬০ জন। নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৬৬৩,৪৪৪। যা ১৭ কোটি জনসংখ্যার দেশে খুবই কম। তবে নমুনা পরীক্ষার তুলনায় আক্রান্তের হার খুব একটা কম নয়। মানুষের ও দেশের মঙ্গলের জন্য নমুনা পরীক্ষার পরিমাণ বৃদ্ধি করা ও দ্রুত সময়ের মধ্যে ফলাফল জানানো আবশ্যক হলেও তা সম্ভব হয়ে উঠছে না দেশের স্বাস্থ্যসেবার দুর্বলতার কারণে। সরকার চেষ্টা করছে এর উন্নয়ন ঘটাতে কিন্তু আশানুরূপ ফল আসছে না। অধিকন্তু করোনাভাইরাসের সংক্রমণ অনেকটাই মহামারীর আকার ধারণ করতে যাচ্ছে। তা মোকাবেলা করার জন্য সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সকলের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সংক্রমণের শুরুর দিকে একশ্রেণীর মানুষ করোনাভাইরাসকে হালকাভাবে নেওয়ায় বর্তমান পর্যায়ে জাতির সকলকে খেসারত দিতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় দেশকে ভাল রাখতে হলে সরকারকে কঠিন হতে হবে। সচেতনতা বৃদ্ধির সকল উপায় অবলম্বন করার পরেও যারা নিয়মনীতি মানতে চান না তাদেরকে জবাবদীহিতা ও জরিমানার আওতায় আনতে হবে। আশা করি সরকার জনপ্রিয়তার কথা চিন্তা না করে দেশের মঙ্গল আনতে কঠিন হতেও দ্বিধা করবেন না।

বাংলাদেশে করোনা আক্রান্তের তুলনায় মৃত্যুর হার অন্যান্য দেশের তুলনায় কিছুটা কম, যা ভাল একটি দিক। মাস্ক ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে, সকল প্রকার সভা-সমাবেশ বন্ধ রয়েছে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনেক কল-কারখানা ও অফিসের কার্যক্রম শুরু হয়েছে, বেকার ও বর্তমান পরিস্থিতির কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া ব্যক্তিরা ধীরে ধীরে কৃষি ও বিকল্প কর্মসংস্থানে জড়িত হচ্ছেন, ভয়কে জয় করে যার যার কাজে ব্যস্ত হতে চেষ্টা করছেন অনেকে। এমনিভাবে অনেকে স্বাভাবিক কর্মধারায় ফিরতে চাচ্ছেন। অদেখা শত্রুকেও মোকাবেলা করার মানসিকতাও অর্জন করতে হবে। কেননা অদৃশ্য শত্রু করোনাভাইরাস একটি প্রতিকূল কঠিন বাস্তবতা যা সর্বোত্তম সতর্কতা ও সচেতনতা দিয়ে প্রতিহত করতে হবে। আমাদের দেশের করোনা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বলা যায় যে, অনেক আক্রান্ত ব্যক্তি ঘরে থেকেই নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন পালন করে করোনা মুক্ত হয়েছেন। কিন্তু করোনার ভয়ে দীর্ঘকালব্যাপী ঘরে বসে থাকাও সম্ভব নয়। তাই জীবনজীবিকার প্রয়োজনে কর্মক্ষেত্রে নামতেই হবে তবে তা অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে। পৃথিবীর বেশকিছু দেশ স্বাস্থ্যবিধি মেনে করোনা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন। কেননা সে দেশগুলোর অধিবাসীরা সরকারের নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করেছে এবং পরস্পরকে সহযোগিতা করেছে যার যার অবস্থানে থেকে। নিজেদের ভালোর জন্যই আমাদের জনগণও তা করবেন বলে আশা করি।

যথেষ্ট সতর্ক ও সচেতন থাকার পরেও যে কেউ যে কোন সময় করোনা আক্রান্ত হতে পারেন। করোনায় আক্রান্ত হওয়া কোন পাপও নয় কিংবা কোন অপরাধও নয়। কিন্তু করোনারোগি বা সাধারণ রোগি যখন সময়মত চিকিৎসা পান না, ভয়ে যখন তাদের চিকিৎসা দেয়া হয় না সেটা তো অন্যায়। অপরাধ কি না তা আদালত দেখবে। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি তার সুস্থতার জন্যই শারীরিকভাবে একাকী থাকেন। কিন্তু তাকে যদি মানসিক ও সামাজিকভাবে দূরে ঠেলে দেওয়া হয় তখন তারপক্ষে সুস্থ হয়ে ওঠাই কষ্টকর হয়ে যায়। সতর্ক ও সচেতন হবো ঠিকই কিন্তু একজন আরেকজনের কাছ থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে না যাই। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি সকলে যেন দরদী ও সহানুভূতিশীল হই। আক্রান্ত পরিবারের পাশে যেন থাকি। শারীরিকভাবে দূরে থাকলেও মানসিকভাবে কাছে থাকি। একজন আরেকজনের খোঁজখবর নিই। করোনাকালে অনেকেই আছেন দারিদ্রের মধ্যে পতিত হচ্ছেন। খাওয়া-দাওয়া, শিক্ষা বা চিকিৎসার ব্যবস্থাও করতে পারছেন না; কিন্তু লোকলজ্জার কারণে সাহায্য চাইতে বা নিতে পারছেন না। হয়তো আমার-আপনার পাশের দরজায়ই এমন লোক আছে। তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াই এবং নিজের একটু কষ্ট হলেও পরিবারটিকে সহায়তা করি। আমার-আপনার সাহায্য-সহযোগিতায় আমরা নতুন পৃথিবীর বাসিন্দা হবো। যেখানে বিরাজ করবে মানবিকতা এবং সহভাগিতা। প্রকৃত মানব ও ঈশ্বর যিশু আমাদের সকলকে আরো মানবিক হতে আশির্বাদ দান করুন॥ ✝

মঙ্গলবাণী

'যে নিজের বাবাকে বা মাকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে, সে আমার শিষ্য হওয়ার যোগ্য নয়। আর যে নিজের ছেলেকে বা মেয়েকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে, সেও আমার শিষ্য হওয়ার যোগ্য নয়।' - *মথি ১০:৩৭*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৮ জুন - ৪ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

২৮ জুন, রবিবার
২ রাজাবলী ৪: ৮-১১, ১৪-১৬ক, সাম ৮৯: ১-২, ১৫-১৮, রোমীয় ৬: ৩-৪, ৮-১১, মথি ১০: ৩৭-৪২
সাধু পিতর ও পল, প্রেরিতদূত, মহাপর্ব
পূর্ব দিনের সান্ধ্য খ্রিস্টযাগ
শিষ্য চরিত ৩: ১-১০, সাম ১৮: ২-৫,গালাতীয় ১: ১১-২০, যোহন ২১: ১৫-১৯

২৯ জুন, সোমবার
সাধু পিতর ও পল, প্রেরিতদূত, মহাপর্ব
মহিমাস্তোত্র, বিশ্বাসমন্ত্র, পর্বদিনের ধন্যবাদিকা স্তোত্র
শিষ্যচরিত ১২: ১-১১, সাম ৩৩: ২-৯, ২ তিমথি ৪: ৬-৮, ১৭-১৮, মথি ১৬: ১৩-১৯

৩০ জুন, মঙ্গলবার
রোমের মণ্ডলীর প্রথম সাক্ষ্যমরণের স্মরণ দিবস
আমোস ৩: ১-৮, ৪: ১১-১২, সাম ৫: ৪-৭, মথি ৮: ২৩-২৭

১ জুলাই, বুধবার
আমোস ৫: ১৪-১৫, ২১-২৪, সাম ৫০: ৭-১৩, ১৬-১৭, মথি ৮: ২৮-৩৪

২ জুলাই বৃহস্পতিবার
আমোস ৭: ১০-১৭, সাম ১৯: ৭-১০, মথি ৯: ১-৮

৩ জুলাই, শুক্রবার
এফেসীয় ২: ১৯-২২, সাম ১১৬: ১-২, যোহন ২০: ২৪-২৯
বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার, সিএসসি-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী

৪ জুলাই, শনিবার
পর্তুগালের সাধ্বী এলিজাবেথ, স্মরণ দিবস
শনিবারে ধন্যা কুমারী মারীয়র স্মরণে খ্রিস্টযাগ
আমোস ৯: ১১-১৫, সাম ৮৫: ৮, ১০-১৩, মথি ৯: ১৪-১৭

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৮ জুন, রবিবার
+ ১৯৫৪ সিস্টার এম. এলিজাবেথ আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৩ ব্রাদার লুইস ই. গাজেইন সিএসসি

২৯ জুন, সোমবার
+ ২০১৭ সিস্টার গোলাপী টপ্প পিমে

৩০ জুন, মঙ্গলবার
+ ১৯১৪ ফাদার আন্দ্রে বোর্ক সিএসসি
+ ১৯৮৯ মাদার বন পাস্তোর সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০০২ ফাদার ফ্রান্সিস পালমা (ঢাকা)
+ ২০১৮ সিস্টার মেরী ম্যাগডালিন পিসিপিএ

১ জুলাই, বুধবার
+ ২০০৭ ফাদার ফিলিপ সুজিত সরকার (খুলনা)

৩ জুলাই, শুক্রবার
+ ১৯২৮ সিস্টার এম. এডলফিন ডুগান সিএসসি
+ ১৯৭২ ফাদার সিমোন থেটা (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯২ সিস্টার ক্যাথরিন এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৩ ব্রাদার ড্যানিয়েল রোজারিও সিএসসি (ঢাকা)

৪ জুলাই, শনিবার
+ ১৯৯৭ ফাদার ইতালো গয়ৌদেঞ্জি এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০১ ফাদার রিনাল্‌দো নাভা এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১০ ব্রাদার আন্তনি কেভিন টুডু টিওআর (দিনাজপুর)

॥খ॥ আনুষ্ঠানিক উপাসনা কি ভাবে হয়?

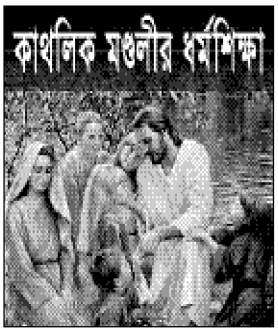

১১৮২: নবসন্ধির যজ্ঞবেদি হচ্ছে প্রভুর ক্রুশ, যার মধ্য থেকে নিস্তরণ রহস্যের সংস্করসমূহ প্রবাহিত হয়। গির্জার কেন্দ্রীয় স্থান এই বিদীতে সংস্কারীয় চিহ্নাবলীর মাধ্যমে ক্রুশের যজ্ঞবলি উপস্থিত করা হয়। এই বেদী আবার প্রভুর মেঝ যেখানে ঈশ্বরের জনগণ নিমন্ত্রিত। প্রাচ্যের কোন কোন উপাসানা রীতিতে যজ্ঞবেদীকে প্রভুর সমাধির প্রতীক রূপেও দেখা হয। (খ্রিস্ট সত্যই মৃতুবরণ করেছেন, সত্যই পুনরুত্থান করেছেন।)

১১৮৩ : প্রসাদসিন্দুক গির্জায় স্থাপন করতে হবে সবচেয়ে যোগ্য স্থানে, সবচেয়ে সম্মান সহকারে। এই সিন্দুকটির মর্যাদা, স্থান ও নিরাপত্তা এমন হওয়া উচিত যাতে যজ্ঞবেদীর আরাধ্য সংস্কারে সত্যিকারভাবে উপস্থিত প্রভুর সম্মুখে আরাধনা করা যেতে পারে।

পবিত্র অভিষেক তেল যা পবিত্র আত্মার দানের মুদ্রাঙ্কনের সংস্কারীয় চিহ্নরূপে অভিলেপনে ব্যবহৃত, তা পুণ্য বেদীমঞ্চে একটি নিরাপদ স্থানে ঐতিহ্যগতভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শনাথে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। দীক্ষাপ্রার্থীর তেল এবং রোগিলেপন তেলও এখানে রাখা যায়।

১১৮৪ : বিশপের ধর্মাসন অথবা যাজকের আসন প্রার্থনা পরিচালনা ও সমাবেশ পৌরোহিত্যের দায়িত্ব প্রকাশ করে। বাণী পাঠ মঞ্চ, ঐশবাণীর মর্যাদা ম-লীর নিকট এই দাবি রাখে যে, মঙ্গলবাণী ঘোষণার জন্য একটি উপযুক্ত স্থান রাখতে হবে যাতে ঐশবাণী ঘোষণা অনুষ্ঠানের সময় জনগণের মনোযোগ এ স্থানের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

১১৮৫ : দীক্ষাস্নারের দ্বারা ঐশজনগণের সমাবেশ গঠিত হয়, দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠানের জন্য (দীক্ষাস্নান-কক্ষ) এবং দীক্ষাস্নানের প্রতিজ্ঞার স্মরণ লালনার্থে গির্জায় একটি স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

দীক্ষাস্নানের জীবন নবায়নের জন্য আবশ্যক অনুতাপ। তাই গির্জায় যেন অনুতাপ ও ক্ষামালাভ ব্যক্ত হয়, তার জন্য প্রয়োজন অনুতাপীদের গ্রহণ করে নেবার উপযুক্ত স্থান।

এছাড়াও গির্জায় এমনও একটি স্থান নির্দিষ্ট থাকবে যেখানে আমাদে আহ্বান করে, ধ্যান ও নীরব প্রার্থনায় খ্রিস্টযাগের মহা প্রার্থনাকে অব্যাহক ও অন্তরস্থ করতে।

১১৮৬ : পরিশেষে, গির্জার একটি অন্তিমকালীন তাৎপর্যও আছে। ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করতে হরে আমাদের একটি চৌকাঠ পেরিয়ে যেতে হয় যা পাপাহত জগৎ থেকে নবজীবনের জগতে উত্তরনের প্রতীক, যে নবজীবনে সবাই আহূত। দৃশ্য এই গৃহ পিতার গৃহের প্রতীক, যার দিকে ঈশ্বরের জনগণ যাত্রারত, এবং যেখানে পিতা 'তাদের চোখ থেকে সমস্ত অশ্রু মুছে দেবেন।' এই কারণেও মণ্ডলী ঈশ্বরের জনগণ যাত্রারত, এবং যেখানে পিতা তাদের চোখ থেকে সমস্ত অশ্রু মুছে দেবেন। এই কারনেও মণ্ডলী ঈশ্বরের সকল সন্তানের আবাস গৃহ, যেখানে সবাইকে সাদরে ও খোলামনে যে গ্রহণ করে।

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

০৩ জুলাই, বরিশাল ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল **বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি**-এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ০৩ জুলাই তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। 'খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র' ও 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল কর্মী, পাঠক -পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে তাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

– সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

কুষ্ঠ থেকে করোনা - একটি অনুধ্যান

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

ভূমিকা: রোগ-শোক জীবনের অংশ। মানব ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পৃথিবীর মানুষ বিভিন্ন সময়ে কোন না কোন রোগের আক্রমনে দিশেহারা হয়েছে। কখনও ঐ রোগ ঐশ অভিশাপ হিসেবে গণ্য হয়েছে আবার কখনও বা স্বাভাবিক ধারাতে পরিগণিত হয়েছে। কুষ্ঠ এবং করোনা দু'টি কঠিন বাস্তবতা যা মানব জীবনকে ওলোট-পালোট করে দিয়েছে। কুষ্ঠের প্রাদুর্ভাব যিশুর জন্মের আগে হলেও এখনও ক্ষয়িষ্ণু রোগ হিসেবে বর্তমান আর করোনা হঠাৎ এসেই জগতটাকে ঝাঁকিয়ে দিয়েছে। দু'টি রোগই সংক্রামক। প্রথমটি ধীরগতির আর দ্বিতীয়টি দ্রুতগতির। কুষ্ঠরোগের মতো করোনাকেও অনেকে ঈশ্বরের অভিশাপ/আল্লাহ্‌র গজব বলে চালিয়ে দিতে চান। কিন্তু রোগ দু'টি মূলত: মানবদেহে যথাক্রমে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের আক্রমণের ফল।

কুষ্ঠ ও কুষ্ঠরোগির বাস্তবতা: মানুষের অনেক পুরাতন ব্যধিগুলোর মধ্যে কুষ্ঠ অন্যতম। কুষ্ঠ শব্দটি শুনলেই শরীরে একটি ঘিন ভাব জাগে আবার ভয়ও লাগে। পবিত্র বাইবেল ও পবিত্র কোরানে কুষ্ঠ ও কুষ্ঠরোগির কথা বলা আছে। চিকিৎসকেরা বলেন, কুষ্ঠ একটি জীবাণুবাহিত সংক্রামক ব্যধি, যা দেহের ত্বক ও স্নায়ুকে আক্রমণ করে। মাইকোব্যাকটেরিয়াম নামের এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া থেকে এ রোগের সৃষ্টি হয়। রোগি শনাক্ত করা ও তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত হলে কুষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে নিরাময়যোগ্য। তবে কুষ্ঠরোগ বংশগত কোন রোগ নয় কিংবা বিধাতার অভিশাপ বা পাপের ফল নয়। তবে ইহুদী সমাজ সামাজিকভাবে এ রোগটিকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। যারা এ রোগে আক্রান্ত হতো তাদেরকে কিছুটা হেয় চোখে দেখতো। এ রোগকে সংক্রামক চর্মরোগ হিসেবে আখ্যায়িত করে শুচিতা ও অশূচিতার বিষয়টিও জড়িয়ে ফেলেছে। লেবীয় পুস্তক ১৩-১৫ অধ্যায়ে এ সংক্রামক রোগের বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরে তাদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

যাজকেরা পরীক্ষা করতেন কারো সংক্রামক চর্মরোগ হয়েছে কিনা। যাজকেরা তা করতেন, কেননা তারা নিয়মকানুন জানতেন। 'যাজক তার শরীরের চামড়ায় সেই ঘা ***পরীক্ষা করবে***.... তা সংক্রামক চর্মরোগের ঘা। তা পরীক্ষা করে যাজক তাকে অশুচি বলে ঘোষণা করবে। ... যাজক তাকে ***সাত দিন আটকিয়ে রাখবে***। সপ্তম দিনে যাজক তাকে পরীক্ষা করবে। ...যাজক তাকে আরও সাত দিন আটকিয়ে রাখবে। সপ্তম দিনে যাজক তাকে ***আবার পরীক্ষা*** করবে। আর যদি সে দেখতে পায় যে, ঘা মলিন হয়ে রয়েছে ও চামড়ায় ছড়িয়ে পড়েনি, তবে যাজক তাকে শুচি বলে ঘোষণা করবে। *(লেবীয় পুস্তক ১৩:১-৬)*।

ইহুদী সমাজে নিয়ম ছিল, কুষ্ঠরোগীদের সবসময় সুস্থ মানুষের কাছ থেকে একটু দূরে থাকতেই হবে। 'যার সংক্রামক চর্মরোগের ঘা হয়েছে, ... সে চিবুক কাপড় দিয়ে ঢেকে 'অশুচি অশুচি' বলে চিৎকার করে বেড়াবে। সে অশুচি, সে একাকী বাস করবে, তার বাসস্থান শিবিরের বাইরেই হবে। *(লেবীয় পুস্তক ১৩:৪৫-৪৬)*। অর্থাৎ কুষ্ঠরোগি নিজে তার রোগ সম্বন্ধে সচেতন হবে এবং অন্যকেও সচেতন করবে। তাই ঘন্টা বাজিয়ে বা চিৎকার করে নিজের রোগের কথা বলতো যাতে অন্যেরা নিরাপদ দূরত্বে থাকতে পারে। ফলশ্রুতিতে কুষ্ঠরোগিরা ছিল অচ্ছ্যুত। কুষ্ঠরোগীদের স্পর্শ করা তো দূরের কথা, তাদের কাছে যাওয়াও তখন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। এই নিয়ম যে ভাঙতো সে অশূচি হয়ে উঠতো *(লেবীয় ৫:৩)*। নিজেদের পবিত্র রাখার বাসনায় কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতো না। যারা কুষ্ঠরোগিদের কাছাকাছি যেতে তাদেরকে শুচি হবার জন্য নির্দিষ্ট কিছু ক্রিয়াকর্ম করতে হত। কুষ্ঠরোগি যে ঘরে থাকতো সে ঘরও অশূচি হয়ে যেত এবং যারা সেই ঘরে যেত তারাও অশূচি হয়ে যেত। শুধুমাত্র যাজকই নির্দিষ্ট ধর্মীয় ক্রিয়া সম্পন্ন করে ঘরটিকে শূচি বলে ঘোষণা দিতে পারতেন। প্রাক্তনসন্ধিতে কুষ্ঠরোগিকে হীনদৃষ্টিতেই দেখা হতো এবং সে যুগে কুষ্ঠরোগ থেকে সেরে ওঠার/মুক্তি লাভ করার মাত্র দু'টি ঘটনা আছে: একটি মোশীর বোন মিরিয়ামের সুস্থতা এবং সিরিয়ার সেনাপতি নামানের আরোগ্য লাভ। শাস্ত্রীরা বলতেন কুষ্ঠের নিরাময় পুরাথানের মতোই বিরল ঘটনা।

যিশুর সময়েও তৎকালীন ইহুদী সমাজ একইভাবে কুষ্ঠরোগিদেরকে হীন চোখে দেখতো এবং দূরে সরিয়ে রাখতো। তাদের কষ্ট দেখেও তারা অনুভব করেনি। মানুষের কষ্ট থেকে তাদের নিয়মকানুনই তাদের কাছে বড় ছিল। কিন্তু মানবদরদী যিশু তাদের সমাজের সামাজিকতার উর্ধ্বে ওঠে মানুষের মঙ্গলের জন্য যা দরকার তা করেছেন। কুষ্ঠরোগিরা তাঁর সাহায্য চেয়ে রোগমুক্ত হতে চাইলে যিশু তাদের কাছে গেলেন এবং সুস্থ করে তুললেন। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা যিশু তাঁর ভালবাসা দ্বারা ভেঙ্গে দেন। তিনি কুষ্ঠরোগিদের সুস্থ করে যাজকদের কাছে পাঠান যাতে করে সমাজ দ্বারা তারা গৃহীত হতে পারে। যিশু মানুষের প্রয়োজনটিকে বড় করে দেখেছেন ঠিকই কিন্তু সমাজের নিয়মনীতিকেও শ্রদ্ধা করেছেন। যিশু তাঁর ভালবাসার স্পর্শে সকলকে শুচি করে তোলেন।

বর্তমান সময়ের করোনাভাইরাসের বাস্তবতা: খুব অল্প সময়েই হু-হু করে বাড়ছে করোনায় আক্রান্তের মানুষের সংখ্যা। বর্তমানে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত অনেক ব্যক্তিকেও যিশুর সময়কার কুষ্ঠরোগিদের মতোই মানসিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হচ্ছে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া একটি স্বাভাবিক ঘটনা হলেও আক্রান্ত ব্যক্তি ও পরিবারকে দূর দূর করে সরিয়ে রেখে আমরা নিজেদের কঠিনতা প্রকাশ করছি। তবে আক্রান্ত রোগি নিজেই অপরের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখবে এবং অনেকের সংস্পর্শ থেকে বিরত থাকবে। পরিবারের মধ্যে থেকেও নির্দিষ্ট সময় একাকী থাকবে (কোয়ারেন্টান ও আইসোলেশন)। সেই প্রাচীনকালের মতই এখনও কিছুদিন পরপর পরীক্ষা করে (আগে যাজকদের দ্বারা বর্তমানে ডাক্তারদের দ্বারা) সুস্থতার প্রমাণ দিয়ে স্বাভাবিক জীবন-যাপনে ফিরে আসছে। তবে এ অসুস্থকালীন সময়ে অর্থাৎ কোভিড - ১৯ পজিটিভকালীন সময়ে সকলেরই উচিত আক্রান্তের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করা। মানসিক ও আত্মিকভাবে রোগির সাথে একাত্ম হওয়া।

বর্তমান সময়েও অনেক ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে করোনা পজিটিভ কর্মীদের স্পর্শ করছেন, চিকিৎসা দিচ্ছেন। ঘরে সেবা গ্রহণকারী পজিটিভ রোগিদের সেবা দিতে পরিবারের সদস্যরা যথাযথ বিধি মেনে যত্ন নিচ্ছেন, মানসিকভাবে চাঙ্গা রাখতে কথাবার্তা বলছেন অর্থাৎ করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিদের জীবনকে স্পর্শ করছেন। করোনার কারণে অনেক মানুষ কর্মহীন ও নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। তাদের জীবনের আশা এবং আনন্দ দু'টিই দূরীভূত হয়েছে। এই দুঃসময়ে মানুষের সেবায় বিভিন্ন স্থানে মানবতার খাতিরে অনেক জনদরদী মানুষই নিজ-নিজ সামর্থ অনুযায়ী অবদান রেখে চলেছেন নিঃস্বার্থভাবে। যা করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের ফলে মানবেতর জীবন-যাপন করা মানুষগুলোকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করছে। এমনিভাবেই আমরা প্রত্যেকে একজন আরেকজনকে রক্ষা করতে পারি।

উপসংহার: ব্যস্ততম রুটিনের ভীড়ে মানুষ আজ হারিয়ে গেলেও সময়ের প্রয়োজনে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে কম-বেশি সকলেই। আধুনিক সমাজের বলয়ে মানুষ এতটাই স্বার্থান্বেষী চিন্তায় মগ্ন যে নিজেকে ছেড়ে অন্যের কথা চিন্তা বা অপরকে সহায়তা করার মানুষের সংখ্যা নিতান্তই কম হলেও ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখলে লক্ষ্যণীয় যে আজ মানুষ মানুষের কথা ভাবে। করোনাভাইরাস মানুষকে আতঙ্কিত ও আশাহত করলেও মানুষ আজ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করে দিচ্ছে মানুষ মানুষের জন্যে আর জীবন জীবনের জন্যে। তাই তো আজ বিশ্বের সকল ডাক্তার, নার্স ও বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠন এগিয়ে এসে নিজেদের মোমবাতির ন্যায় জ্বালিয়ে অন্যদের আলো দিয়ে আলোকিত করছে মানবতাকে। যিশুর নিরাময় ও ভালবাসার কাজ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ। আপনি-আমি আমরা সকলেই পারি এ কাজে শরীক হতে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : জুবিলী বাইবেল

ভালবাসার উৎস যিশু হৃদয়

সিস্টার মেরী সান্তনী এসএমআরএ

অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত ঈশ্বরের অপরিসীম সৃষ্টি এই বিশ্বব্রমাণ্ড এবং তাঁর এই অসীম সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্ট জীব হল মানবজাতি। ঈশ্বর তাঁর মনের মাধুরী মিশিয়ে এবং নিজের প্রতিমূর্তীতে মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। একইভাবে তিনি মাতৃসম এই ধরণীকেও অপূর্ব করেই গড়ে তুলেছেন। তাই তো বাংলা মায়ের মন মাতানো প্রাকৃতির সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ এবং প্রতিনিয়তই এ যে আমাদের মন কেড়ে নেয়। মনের আনন্দে আমরা হারিয়ে যেতে চাই সে কোন এক দূর অজানায়। শুধু সৃষ্টি নয়, মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করলেন। সাধু যোহন এই সাক্ষ্য দেন যে, "আমরা যেন সত্যি বিশ্বাস করতে পারি যে, যিশু হলেন আমাদের জীবনের উৎস"। তিনি বিনম্র হৃদয়ের অধিকারী, প্রেমের অধিপতি, দয়ার সাগর। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, ভারাক্রান্ত - সবাই তাঁর কাছ থেকে লাভ করতে পারে প্রাণের আরাম। আর সে মহা প্রেমিক খ্রিস্ট তাঁর হৃদয়ের পরশ দিয়ে আমাদের করে তুলেছেন পরিতৃপ্ত, যাতে আমরাও সে ভালবাসার সন্ধান পেয়ে অন্যের সাথে তা সহভাগিতা করতে পারি, তাঁরই মত করে অন্যদেরকে ভালবাসতে পারি।

বাংলার মাটিতে জন্ম আমার, তাই অনেক বেশিই যে ভালবাসি এই মাতৃভূমিকে। আবার অন্য দিকে প্রকৃতি প্রেমি আমি, তাই ভালবাসি সবুজ শ্যামলে ঘেরা মনমুগ্ধকর এই প্রকৃতিকে। প্রেম ভালবাসার অধিকারীনি হয়ে আমি ভালবাসি বাংলার সংগ্রামী মানুষদের। কিন্তু আমার চাওয়া-পাওয়া, ইচ্ছা- বাসনা আজ হঠাৎ করেই থমকে গেছে। মনের জগতে ঢুকে শুধু ভাবি আর ভাবি আর প্রশ্ন করি নিজেকে, কেন আজ সবকিছু এমন হল? কবে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে উঠবে? কিন্তু কেউই যেন এর সঠিক উত্তর বলে দিতে পারছে না আমায়!

মনে হচ্ছে যেন আজ পৃথিবী অনেকখানি বদলে গেছে, পাল্টে গেছে মানুষের জীবনাচরণ। পরিবর্তন এসেছে মানব জীবনের নিত্যদিনের কর্মময় জীবনের রুটিনে। বিশ্ব পৃথিবীর দিকে চোখ তুলে তাকালেই দেখি, কত কষ্ট মানুষের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রায়। অব্যক্ত কষ্ট আর যন্ত্রনায় জর্জরিত মানুষের মনপ্রাণ। সুন্দর পৃথিবীর মায়ায় আবদ্ধ হয়েও চিরকালের মত হঠাৎ করেই বিদায় নিতে হচ্ছে শত-শত ভাইবোনদেরকে। কী রহস্যময় বর্তমান এই পরিস্থিতি! প্রতিদিনইতো আগের মতই সূর্য উঠে সেই পূর্ব দিগন্তে এবং পৃথিবীকে আলোয় আলোকিত করে তুলে আবার

সময়ের পূর্ণতায় তা পশ্চিমে অস্ত গিয়ে কালো আঁধারে নিখিল ধরনীকে ভরিয়ে তুলে এক গভীর অন্ধকারে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে মানব জাতির আর্তনাদের সমাপ্তির কথা কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারছে না। আজ সারা পৃথিবীতে অনেক দরিদ্র, অসহায় মানুষ রয়েছে, যারা তাদের জীবনকে নিয়ে প্রতিনিয়তই সংগ্রাম করে যাচ্ছে, সংগ্রাম করছে একমুঠো অন্নের জন্যে। বিশ্বের দিকে তাকালেই দেখতে পাই- পরিবারে, সমাজে, জাতিতে জাতিতে বিরোধের সে কি করুণ চিত্র। মনোমালিন্য, হিংসা, লোভ, স্বার্থপরতা, হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন যেন আজ এক বিরাট আকার ধারণ করছে যা এখনও চলমান। মানুষের মধ্যে স্বস্তি নেই, স্থিরতা নেই, শান্তি নেই। ধনী চাচ্ছে আরও বেশি ধনসম্পদ, গরীব একমুঠো অন্নের জন্য অপরের দারস্থ। অনেক মানুষ খুঁজছে একটি নিরাপদ আশ্রয়, যেখানে পাওয়া যাবে পরম সুখ, থাকবে প্রেম-ভালবাসা, মিলন ও একতা। সেই দরিদ্র ভাইবোনদের কথাই ভাবছি, যারা অবহেলিত, নিষ্পেষিত, নিঃস্ব। তারা ভালবাসা না পেয়ে হতাশা, নিরাশায় ভুগছে, হীনমন্যতায় জর্জরিত হয়ে পড়ছে। সেই হতদরিদ্র ভাই-বোনদের প্রতিই সেবা ও ভালবাসার হাত প্রসারিত করতে হবে। বিশেষভাবে, বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে শত শত মানুষ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আপনজনদের স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তারা প্রিয়জনদের কাছ থেকে দূরে থাকছেন। অর্থাৎ আপন সন্তানও তার বাবা-মাকে আর দেখছেন না। বিশ্ব মানবের এই করুন আর্তচিৎকার সবাই শুনতে পায় না, যারা শুনে তারা মুষ্টিমেয়, সংখ্যায় নগন্য। কিন্তু এমন একজন মানুষ আছেন যিনি মানুষের আর্তনাদের কথা শুনেন, তিনি হলেন পরম পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী, স্বয়ং যিশু খ্রিস্ট। সকল প্রেম ও ভালবাসার উৎস তিনি। তাঁর ভালবাসা যে নিত্য সহিষ্ণু, স্নেহ-কোমল ও শর্তহীন। তিনি সব মানুষকে অসীম ভালবাসা দিয়ে তাঁর হৃদয়ে আগলে রাখেন। যারা এই কোমল হৃদয়ের স্পর্শ পায় তারা অন্তরে লাভ করে প্রশান্তি ও পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তি। প্রেরিতদের কার্যাবলি ১৭: ২৮ পদে আছে "কেননা তাঁর আশ্রয়েই আমাদের বেঁচে থাকা, আমাদের চলাফেরা, আমাদের অস্তিত্ব পাওয়া"। আর সত্যিই ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হলে সবকিছুই নতুন হয়ে ওঠে এবং নতুনভাবে ঘটে। ঈশ্বরের সাথে যা কিছুর সম্পর্ক নেই, তা সবই বিকৃত বলে মনে হয় এবং তার মধ্যে স্বার্থপরতা লুকিয়ে থাকে।

তাই আসুন যিশু হৃদয়ের মাসে আমরাও যিশুর পবিত্র হৃদয়ের কাছে ফিরে আসি। আমরা একান্তভাবেই বিশ্বাস করি যে তিনি আমাদের জীবনের সকল গ্লানি মুছে দিয়ে নতুন করে পথ চলার শক্তি, সাহস, মনোবল ও উদ্যমতা দান করবেন। যিশুর পবিত্র হৃদয়ের ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে এসো আমরা পরস্পরকে ভালবাসি ও করোনাভাইরাস মুক্ত একটি নতুন পৃথিবী গড়ে তুলার লক্ষ্যে এগিয়ে যাই॥ ❑

সুসম্পর্কের মন্ত্র ও সত্য

প্রাপ্য চার্লস পালমা

ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককেই নিজের প্রতিমূর্তিতে ভালবেসে সৃষ্টি করেছেন। সেই মানুষটি হতে পারে ধনী, হতে পারে গরিব; হতে পারে সে ছেলে, হতে পারে সে মেয়ে, সেটা কোন বিষয় নয়। আমাদের চেষ্টা করা উচিত সবার সাথে একত্রে মিলেমিশে থাকার জন্য। সর্বদা চেষ্টা করা উচিত অপরকে ভালবাসতে ও সম্মান করতে। যখনই আমরা সবার সাথে থাকি আমাদের উচিত হাসি মুখে থাকার। কারণ হাসি হল একটি মহৎ গুণ। এই হাসির মাধ্যমে আমরা অন্যকে সুখী করতে পারব। আমাদের কষ্টকে কখনো সবার সামনে প্রকাশ করা উচিত নয় বরং এটা গোপন রাখাই উচিত কারণ আমাদের কষ্ট দেখলে আমাদের প্রিয়জনেরাও কষ্ট পাবে। কিন্তু একজন মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু কষ্ট ও দুর্বলতা রয়েছে। মাঝে-মধ্যে আমরাও অনেক কষ্ট অনুভব করি কিন্তু সবার সুখের জন্য একটি বড় হাসির মাধ্যমে তা আমরা গ্রহণ করতে পারি। আমরা অন্যকে বোঝার সুযোগ করে দিব না। আমরা যদি কাউকে কষ্ট দেই তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে, আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে কষ্ট দিচ্ছি। তখন সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং তাদের কখনো অভিশাপ দেওয়া উচিত নয়।

একটি বিষয় সবসময় মনে রাখা উচিত যে যখনই আমরা কোন ভাল কাজ করতে যাব তখন অনেক বাধা আসবে কারণ এই পৃথিবীটা সহজ নয়। মানুষ অনেক প্রকার শব্দ বলবে, আমরা পারব না তাদের মুখ বন্ধ রাখতে, রবং তাদের বলতে দেই যা তারা বলতে চায়। যদি আমাদের হৃদয় পবিত্র হয় এবং অপরের প্রতি গভীর ভালবাসা থাকে, তাহলে কেউ আমাদের উদ্দেশ্য নষ্ট করতে পারবে না। শুধু ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও ভরসা রাখা উচিত যে তোমাকে এখনো ভালবাসে। সবসময় মনে রাখতে হবে যে আমরা হলাম ঈশ্বরের একটি বিশেষ উপহার। ঈশ্বর আমাদের ভাইবোন দিয়েছেন, তারা যেমনই হোক না কেন, তারা হল ঈশ্বরের ইচ্ছার বাদ্যযন্ত্র। এমন অনেক মানুষ আছে যাদের আমরা পছন্দ ও অপছন্দ করি। তারা হতে পারে চালাক, হতে পারে বোকা; এমনকি তারা এদের কোনটিই নয়। হতে পারে তারা অনেক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। কিন্তু এটা তাদেরকে আমাদের থেকে আলাদা করে না। তারা শুধু চিন্তা করে যে, সব কিছুর মূলে তারাই রয়েছে। তাদের দোষ বিচার করা আমাদের উচিত নয়। চেষ্টা করতে হবে যেন সবার সাথে মিলেমিশে থাকা যায়। একই সাথে আমরা যদি আমাদের সকল কাজকর্ম মানবতা ও আনন্দের সাথে সম্পাদন ও বড় একটি হাসির মাধ্যম গ্রহণ করতে পারি, তাহলে পারব সুন্দর একটি সমাজ গড়তে ও আদর্শ একজন মানুষ হতে।

আনন্দিত মন একটি স্বাভাবিক মনের পরিচয় দেয়। আনন্দ হল আমাদের অসাধারণ একটি শক্তি। আনন্দ হল আমাদের প্রলোভনের রক্ষাকবজ। কারণ একটি উল্লসিত মনই জানে কিভাবে নিজেকে মন্দতা থেকে রক্ষা করা যায়॥ ❑

তোমায় স্মরি

(স্বর্গীয় ব্রাদার বিজয় রড্রিক্স, সিএসসি- এর স্মরণে)

ব্রাদার সোহেল পিটার মন্ডল সিএসসি

দিয়েছিলেন যারে পরমপিতা
নিয়েছেন তাঁরে ডেকে
রেখেছেন তাঁরে বুকের মাঝে
সে যেন যায় না বাঁধন ছেড়ে।

বিজয়ের হাসি হাসছেন এখন
করে গেছেন কত কাজ
মানুষের মাঝে বিলিয়ে গেছেন
মিলন-প্রেমের সমাজ।

ওপারে তিনি সুখেই আছেন
দিয়ে পিতার ডাকে সাড়া
আমরা এখনো কাঁদি তাঁর জন্যে
যেত যদি তারে ফিরে পাওয়া।

সবকিছু আজো আছে ঠিকঠাক
নেই তিনি মোদের মাঝে
তাঁরে একপলক দেখিবার আশে
বুক ধুক্ ধুক্ করে ওঠে।

দেখি চেয়ে পূর্ণজীবন তাঁর
সুন্দর লোকালয়,
প্রতিদিনের সবকিছুতে
তিনি স্মরণিত হয়।

ছোট ছোট ফুল, ছোট ছোট হাসি
ছোট সুখ আর ভালবাসা গুলি
তাঁর স্মৃতিতে রেখেছে
আমাদের জীবন ঘিরি।

কত দূরের অতীত জীবন
নানা কর্মগুলি
আকা থাকবে আমাদের মনে
তাঁর হাসি মাখা মুখ খানি।

ফিরবে না তিনি কোনর দিন আর
তবুও মন না মানে
দুই বাহুতে ফিরে পেতে চাই
আবারো আপন করে।

বিজন শিখরে বসে আছেন তিনি
দেখছেন ফিরে ফিরে
প্রার্থনা করি আমরাও যেন
একদিন যেতে পারি পিতার কাছে।

কোভিড-১৯ রোগীদের নতুন আশা কনভালসেন্ট প্লাজমা থেরাপি (সিপিটি)

ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও

গত ২৫ এপ্রিল ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে আরটি-পিসিআর টেস্টের মাধ্যমে জানতে পারি আমি করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত বা পজিটিভ। আমি প্রথমে আমাদের বাসায় সেল্ফ কোয়ারিন্টাইনে একাকী নিঃসঙ্গ বসবাস শুরু করি। পরে রোগ সনাক্ত হবার পর থেকে ১৪ দিন আইসোলেশনে থাকি। এ সময় আমি নিজেকে অনেক শক্ত করে মানসিক অবস্থা ভালো রাখার চেষ্টা করি। প্রথমে আমার কোন উপসর্গ ছিলো না। পরে অল্প জ্বর, শরীরব্যথা ও মাথাব্যথা ছিল। এরপর তীব্র পাতলা পায়খানায় খুব কাবু হয়ে পড়ি। কয়েক মিনিট পর পর পাতলা পায়খানা হতে থাকে। খুব দুর্বল হয়ে পড়ি। মানকে চাঙ্গা রাখতে গান শুনি, বাইবেল পড়ি, গল্পের বই পড়ি। ৪ দিন পাতলা পায়খানা হবার পর খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ি। নিজেকে নিয়ে অনেক চিন্তা হতো, গলা ব্যথা হলে, শ্বাস কষ্ট হলে কি করব, বেশি শ্বাস কষ্ট হলে কি করব, বাসায় মা, স্ত্রী, তারা অনেক দুশ্চিন্তা করছে। এরপর পাতলা পায়খানা অস্তে অস্তে ভালো হলো। ০২ মে ২০২০ আরটি-পিসিআর ২য় টেস্ট করি এবং অনেকের প্রার্থনা ও ঈশ্বরের আশীর্বাদে ফলাফল নেগেটিভ হয়। ০৯ মে আরটি-পিসিআর ৩য় টেস্ট করি এবং ফলাফল নেগেটিভ হয় এবং ২৫ মে ২০২০ তারিখে আরটি-পিসিআর ৪র্থ টেস্ট করি এবং ফলাফল নেগেটিভ হয়। ২৫ মে ২০২০ তারিখ রাতে আমাদের সন্ধানীর বড় ভাই অধ্যাপক ডা. টুটুল ভাই ফেসবুক মেসেঞ্জারে আমাকে জানান - তত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মঞ্জুর-এ-ইলাহী, তার স্ত্রী ও তার পরিবারের সবাই করোনা পজিটিভ/ কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত। মঞ্জুর-এ-ইলাহী ও তার স্ত্রীর অবস্থা খারাপ। সিএমএইচ হাসপাতালে ভেন্টিলেটর মেশিনে আছে, অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমছে, জরুরীভাবে প্লাজমা লাগবে, তাদের রক্তের গ্রুপ 'ও' পজিটিভ, আমি তাদের প্লাজমা দান করতে পারি কিনা? আমার কোভিড-১৯ পজিটিভ ছিল, নেগেটিভ হলো, ৩ বার নেগেটিভ হলো, ১ মাসের বেশি সময় পার হয়ে গিয়েছিল - আমি প্লাজমা দিতে পারি। মানুষ হিসাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব। আমি ডাক্তার, আমি করোনা যোদ্ধা, আমি করোনা জয়ী। আমার দায়িত্ব বেশি। আমি তাদের না করতে পারলাম না। ইতিপূর্বে আমি মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় ও পরে মানুষের জরুরী প্রয়োজনে ৩২ বার রক্তদান করেছি। আমার চোখটাও সন্ধানীর কাছে মানুষের জন্য মরণোত্তর দান করা। কিন্তু আমার স্ত্রী, আমার মা, আমাদের পরিবার বাঁধ সাধলো। তারা বলল - আমি সুস্থ হয়েছি মাত্র ১ মাস হলো, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অনেক করোনা পজিটিভ রোগী আছে,

সেখানে যাওয়া খুব ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু আমি তাদেরকে অনেক বুঝিয়ে, রাজি করিয়ে, তারপর ঢাকা মেডিকেলে রওনা দিলাম। ওখানে সন্ধানী ঢাকা মেডিকেল কলেজের সেক্রেটারী এহসান আন্তরিকতাসহ খুব যত্ন ও সহযোগিতা করেছে। আমি ২৬ মে ২০২০ এ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৬০০ মিলি প্লাজমা দান করি, যা ভাগ করে ৩টি ব্যাগে ৩ জন কোভিড আক্রান্ত বেশি অসুস্থ ব্যক্তিকে দেয়া হয়। আমি বাংলাদেশের ১৬তম প্লাজমা দাতা। প্লাজমা দান করাতে আমার কোন সমস্যা হয়নি। আমি কোন দুর্বলতা অনুভব করিনি। মাত্র ৪৫-৬০ মিনিটের মধ্যে আমার প্লাজমা দান সম্পন্ন হয়। তাদের ৩ জনের সবার খুব উন্নতি হয়েছে বলে এহসান আমাকে পরে জানান।

প্লাজমা দান সহজ ব্যাপার। ভয়ের কোন কারন নেই। কোভিড-১৯ আক্রান্ত সুস্থ ব্যক্তি, পরপর ২ বার নেগেটিভ হলে, দাতা ও গ্রহিতা একই রক্তের গ্রুপ হলে, ২১ দিন পরে পর্যাপ্ত এন্টিবডি (অন্তত ১:১৬০ টাইটার হতে হবে) তৈরী হলে সহজেই প্লাজমা দান করতে পারে। তার একটু সাহসের মাধ্যমে ২-৩ জন কোভিড-১৯ আক্রান্ত মরণাপন্ন ব্যক্তি আবার নতুন জীবনের স্বাদ পেতে পারেন। মানুষ হিসাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের পবিত্র ও নৈতিক দায়িত্ব।

কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হওয়া ব্যক্তিদের দেহ থেকে প্লাজমা নিয়ে কোভিড আক্রান্ত অন্য রোগীদের দেহে প্রয়োগ করে প্রায় ৬০টি দেশ সফলতা পেয়েছে বলে জানা গেছে। কোভিড আক্রান্ত হওয়ার তিন থেকে সাত দিনের মধ্যে প্লাজমা দিলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়। বাংলাদেশেও পরীক্ষামূলকভাবে চলছে এর প্রয়োগ। অধ্যাপক ডা. এম এ খান, হেমাটোলজি বিভাগ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, কোভিড-১৯ রোগীদের প্লাজমা থেরাপি প্রয়োগসংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রধান।

কনভালসেন্ট প্লাজমা থেরাপি কী

কনভালসেন্ট প্লাজমা থেরাপি শতবর্ষ পুরনো চিকিৎসা পদ্ধতি। কোনো রোগের সুনির্দিষ্ট ঔষধ বা ভ্যাকসিন আবিষ্কারের আগে এই থেরাপি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যখন একজন ব্যক্তি কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হয়, তখন তার রক্তে প্রাথমিক প্রাকৃতিক প্রতিরোধক বা ন্যাচারাল ইমিউনিটি হিসেবে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। সুস্থ হওয়া রোগীর রক্তের জলীয় অংশ অথবা প্লাজমাকে বলে কনভেলিসেন্স প্লাজমা। এই অ্যান্টিবডি দেহে প্যাসিভ ইমিউনিটি হিসেবে নির্দিষ্ট রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করে। রক্তের অ্যান্টিবডিগুলো করোনাভাইরাসের গায়ে রিসেপটরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করে দেহ থেকে বের করে দেয়। ফলে ভাইরাস আর কোষের মধ্যে ঢুকে বৃদ্ধি হতে ও আক্রমণ করতে পারে না।

কোন রোগীরা এই থেরাপি পাবে-

ক. যারা উচ্চ ঝুঁকিতে আছেন যেমনবয়স্ক রোগী, যাদের অন্যান্য অসুখ রয়েছে এবং স্বাস্থ্যকর্মী যারা আইসিইউতে কভিড রোগীদের চিকিৎসা দিচ্ছেন।

খ. হাসপাতালে ভর্তি রোগী যাদের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা ৯৩ ভাগের কম, এক্স-রেতে নিউমোনিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে।

গ. আক্রান্তের প্রথম পর্যায়ে (প্রথম সপ্তাহে) রোগীর দেহে করোনাভাইরাস বেশি

থাকে এ সময় এই প্লাজমা থেরাপি প্রয়োগ করলে কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভাবনা থাকে। ফলে আইসিইউ ও ভেন্টিলেটরের নির্ভরতা কমবে বলে মনে করি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষে বলা হয়েছে 'ইনভেস্টিগেশনাল থেরাপিউটিকস'। অর্ন্তবর্তীকালীন গাইডলাইনে প্লাজমা থেরাপিকে তারা পরীক্ষামূলক প্রয়োগের পর্যায়ে রাখার পরামর্শ দিয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউএসএফডিএ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্রভৃতি সংস্থা কিছু শর্ত মেনে কনভালসেন্ট প্লাজমা থেরাপিকে ইনভেস্টিগেশনাল থেরাপি হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ ৬০টি দেশে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা ছাড়াও প্লাজমা থেরাপিকে ন্যাশনাল এক্সপাণ্ডেড অ্যাক্সেস প্রোগ্রাম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তারা মায়ো ক্লিনিকের নেতৃত্বে এবং রেডক্রস সোসাইটির সহযোগিতায় একটি পরিকল্পনা ও নিয়মের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে পাঁচ হাজার কোভিড আক্রান্ত রোগীকে এই থেরাপি দিচ্ছে এবং ডকুমেন্টও সংরক্ষণ করছে।

সব কোভিড রোগীর দেহে কাজ করার ব্যাপারে প্লাজমা থেরাপির সন্দেহাতীত প্রমাণ নেই এটাও বলছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

এ পর্যন্ত অনেক গবেষণায় আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, কনভালসেন্ট প্লাজমা থেরাপিতে ক্ষতির চেয়ে লাভের সম্ভাবনা বেশি। তবে এ জন্য আরো বড় আকারের রেণ্ডোমাইজ ক্লিনিক্যাল গবেষণা প্রয়োজন এবং সে গবেষণা চলছেও। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে ইবোলা রোগীদের দেহে কনভালসেন্ট প্লাজমা থেরাপি দেওয়ার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একটি গাইডলাইন প্রকাশ করেছিল। বর্তমানে ইবোলা ভাইরাসের স্থানে আছে করোনাভাইরাস। এ জন্য আমাদের আরো জানতে হবে। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যখন অনুমোদন দেবে, তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে। একদিন হয়তো ভ্যাকসিন বের হবে, তখন আর প্লাজমা থেরাপির প্রয়োজন হবে না। এই থেরাপি সব সময় অর্ন্তবর্তী সময়ের জন্য প্রযোজ্য ও উপকারী।

বিশ্বে এ বিষয়ে কার্যকর গবেষণার ফলাফল ও বাংলাদেশে গবেষণা

এ পর্যন্ত ছোট যেসব গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে তা আশাব্যঞ্জক। পাঁচ হাজার করোনা রোগীর দেহে প্লাজমা থেরাপি দিয়ে দেখা গেছে, এর মারাত্মক কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। অর্থাৎ প্রমাণিত হয়েছে কনভালসেন্ট প্লাজমা থেরাপি কম ঝুঁকিহীন। তবে এই পদ্ধতি কতটা কার্যকর জানার জন্য আরো অপেক্ষা করতে হবে।

গত জুনে দ্য জার্নাল অব দ্য আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (জেএএমএ) প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে, কোভিড আক্রান্ত যারা ভেন্টিলেশনে আছে, তাদের তুলনায় এই থেরাপি কম গুরুতর রোগীর বেলায় বেশি কার্যকর। গবেষণায় আরো দেখা গেছে, কনভালসেন্ট প্লাজমা থেরাপি দেওয়ার ৭২ ঘণ্টা পর কোভিড নেগেটিভ হয়েছে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও এ নিয়ে গবেষণা চলছে, তবে প্রয়োজনীয় অনুদান এখনো পাওয়া যায়নি। আমরা নিজেরা গবেষণা না করে অন্যের গবেষণার ওপরই নির্ভরশীল। করোনা মহামারির সময় চীনে অসংখ্য গবেষণা হয়েছে। সেসব থেকে আমরা অনেক তথ্য পেয়েছি, অথচ আমরা কোথায় আছি? আসলে আমরা কাজের চেয়ে সমালোচনা বেশি করি, নিজেদের মূল্যায়ন করতেও জানি না।

বাংলাদেশে প্লাজমা থেরাপি প্রয়োগ সংক্রান্ত ট্রায়ালের সফলতা বা অগ্রগতি

বাংলাদেশে এখানোও গবেষণার কাজ চলছে। এ জন্য আরো দুই মাস অপেক্ষা করতে হবে। বড় সমস্যা হলো, গবেষণার জন্য কোনো ফাণ্ড এখনো পাওয়া যায়নি। গবেষণার প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটরের দায়িত্বে রয়েছেন অধ্যাপক মাজহারুল হক তপন।

বাংলাদেশে কিছু বেসরকারি হাসপাতালে কোভিড রোগীর চিকিৎসায় এই থেরাপি দেওয়া হচ্ছে। অনেকটা ফার্মেসি থেকে বিনা প্রেসক্রিপশনে ঔষধ কেনার মতোই প্লাজমা থেরাপি ব্যবহার করা হচ্ছে কোভিড রোগীদের দেহে। সঠিক সময়ে সঠিক প্লাজমা দেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও নিরীক্ষার মাধ্যমে প্লাজমা ব্যবহার করার জন্য জাতীয় পরামর্শক ও কারিগরি কমিটির মাধ্যমে গত ২০ মে ২০২০ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তবে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে বলে আমার জানা নেই। কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও নির্দেশনা না থাকায় যেকোনো হাসপাতাল প্রয়োজনমতো প্লাজমা দিয়ে রোগীকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে। এতে কেউ উপকৃত হচ্ছে, আবার কেউ বিভ্রান্ত হচ্ছে।

রক্তে অ্যান্টিবডি তৈরি

কিছু কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, মৃদু আক্রান্তদের মধ্যে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ ক্ষেত্রে অ্যান্টিবডির পরিমাণ অনেক কম থাকে। অ্যান্টিবডি সাধারণত এক থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে তৈরি হয়। উচ্চমাত্রার অ্যান্টিবডি তৈরির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ভাইরাসের উপস্থিতি প্রয়োজন। কনভালসেন্ট প্লাজমা থেরাপিতে ১.১৬০ এর কম অ্যান্টিবডি থাকলে ভাইরাস পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হবে না।

এই থেরাপির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

কমবেশি যেকোনো ঔষধেরই (এমনকি প্যারাসিটামল ও গ্যাস্ট্রিকের) পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। সাধারণ ব্লাড কম্পোনেন্ট দিলে যে ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় (যেমন হালকা জ্বর, অ্যালার্জি, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি), তা হতে পারে। তবে ফ্লুইড ওভারলোড ওট্রালি (TRALI) জাতীয় সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা কম।

অ্যান্টিবডি ডিপেনডেন্ট ইমিউন এনহ্যান্সমেন্ট (এডিই) জাতীয় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কোভিড-১৯ রোগীর বেলায় হওয়ার আশঙ্কা নেই। কারণ এখানে প্লাজমায় স্পেসিফিক অ্যান্টিবডি থাকে। কিন্তু ডেঙ্গুতে এডিই হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যদিও অনেক কম; কারণ কয়েক ধরনের ডেঙ্গু ভাইরাস রয়েছে।

কত দিন পর পর প্লাজমা দেওয়া যায়

প্রয়োজনমতো ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা পর পর প্লাজমা দেওয়া যেতে পারে। তবে দুইবার বা তিনবারের বেশি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। একজনের প্লাজমা কতজনকে দেওয়া যাবে নির্ভর করে কী পরিমাণ প্লাজমা একজন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তার ওপর।

সাধারণত ৪০০ থেকে ৬০০ মিলিলিটার প্লাজমা একজন থেকে সংগ্রহ করে ২০০ মিলিলিটার করে দুজন বা তিনজন কোভিড রোগীকে দেওয়া যেতে পারে। একজন প্লাজমা ডোনার চাইলে দুই সপ্তাহ পর আবার প্লাজমা দান করতে পারবেন।

সব কোভিড রোগীকেই কি প্লাজমা দেওয়া যায়

- কোভিড আক্রান্ত রোগী, যারা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে শ্বাসকষ্ট নিয়ে
- অক্সিজেনের মাত্রা যাদের ৯৩ শতাংশের কম, তাদের প্লাজমা দেওয়া যাবে।
- যদিও অনেক আইসিইউর রোগীকেও দেওয়া হচ্ছে, তবে প্রথম দিকে প্লাজমা দিলে আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়া যেতে পারে। কারণ তখন শরীরে ভাইরাস বেশি থাকে এবং প্লাজমার অ্যান্টিবডি এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে।
- কোভিড আক্রান্ত হওয়ার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে হাইপার ইমিউন ইনফ্লুমেশন একিউট রেসপিরেটরি ডিসট্রেস সিনড্রোমে (এআরডিএস) ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতি হয়। তখন প্লাজমা থেরাপি ভালো কাজ করে না।
- বাংলাদেশে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এআরডিএস হওয়ার পর প্লাজমা দেওয়া হচ্ছে। ফলে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলছে না। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ৮০ বছর বয়সী ডা. জাফরুল্লাহ সাহেবকে মোট তিনবার প্লাজমা দেওয়া হয়েছিল। ফলাফল আপনারাই দেখেছেন। তিনি অনেক দ্রুত কোভিড-১৯ রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেছেন।

তাহলে বুঝতে পারি, কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য প্লাজমা এক নতুন আশার দিগন্ত তৈরী করে। আসুন আমরা কোভিড-১৯ অক্রান্ত ব্যক্তির ও তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়াই। তাদের প্রতি বৈষম্য নয়, সহযোগিতার হাত বাঁড়াই। তাদের তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে সহযোগিতা করি॥ ❑

কৃতজ্ঞতা: কালের কণ্ঠ, ১৬/০৬/২০২০

আমরা সবাই সমান

উদয় গ্রেগরী

কেউ বলে ঈশ্বর, কেউ বলে আল্লাহ আবার কেউ বলে ভগবান। ব্যক্তি তিনি একজনই। ভিন্ন তার নাম। এইটাই ব্যবধান। পৃথিবী, মানুষ, পশুপাশি ও অনান্য সৃষ্টি তিনি এক হাতে করেছেন সৃষ্টি। পৃথিবীতে ধর্মের আর্বিভাব ঘটে মানকূলের মঙ্গালার্থে। কেউ কখনো বলতে পারবে না ধর্ম আমাদের অন্যায় করতে শেখায়, অন্য ধর্মের মানুষকে ঘৃণা করতে বলে, ধন-সম্পদ লুট করতে উৎসাহ দান করে। প্রত্যেকটি ধর্ম মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তার দেখানো পথে পরিচালিত করে। মানুষকে সৎ, ধার্মিক, ত্যাগপূর্ণ ও আদর্শ জীবন-যাপনে উদ্বুধ করে।

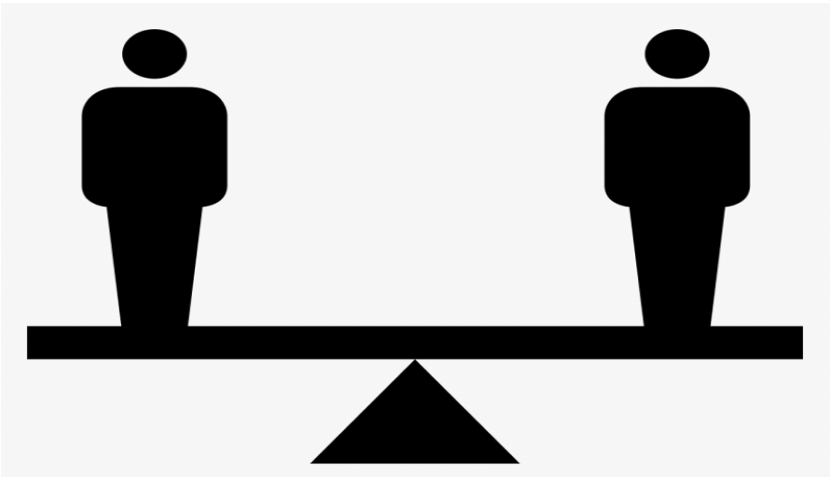

ধর্ম কখনো মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে না। একজন মানুষ হোক মুসলিম, হোক ইহুদী, হোক হিন্দু সবাই সমান। সবার ধর্মই মহান। যদি আমাদের কর্ম ভালো না হয় তাহলে অর্থহীন আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস। আজ পৃথিবী বৈষম্যে ভরে গেছে। ধর্মীয় বৈষম্য, জাতি-গত বৈষম্য, রাষ্টীয় বৈষম্য, বর্ণ বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, পেশাগত বৈষম্য আরও অসংখ্য ধরনের বৈষম্যে বিভাজিত আমাদের ক্ষণস্থায়ী বাসভূমিটা। বৈষম্য যখন তীব্র থেকে তীব্রতর রূপ নিচ্ছে ঠিক সেই সময় পৃথিবীতে আগমন কভিড-১৯ মহামরি। সকল ধর্মের, বর্ণের ও পর্যায়ের মানুষের জন্যে জীবন বিনাশকারিনী। যদিও শুরুতে কেউ কেউ খুব জোর দিয়ে বলেছিল করোনার আর্বিভাব শুধুমাত্র একটি নিদিষ্ট শ্রেণী ও বর্ণের মানুষের জন্য। এ ভাইরাসের নেই কোন ধরনের বৈষমতা। করোনা নীরবে মানবকূলকে বলছে- বন্ধ কর ধর্মের নামে মানুষ হত্যা, অর্থ দিযে মানুষ বিচার, প্রকৃতিকে নিজের মত থাকতে দাও, পশু-পাখিকে বাঁচতে দাও।

করোনা তার কাজ ঠিকভাবেই করে যাচ্ছে। ধ্বংস করে দিয়েছে সকল বৈষমতা। সবাই এখন ঘরবন্দী, ভেঙ্গে পড়েছে বিশ্ব অর্থনীতি, কর্মহীন কোটিকোটি কর্মী। খাবারের জন্য লাইন দাড়াচ্ছে ধনী-গরীব, মাস্ক পড়ে বাহিরে বের হচ্ছে সকল বীর। অর্থের অভাব নাই, মৃত্যুর ভয় নাই, চিকিৎসা পাওয়া সত্বেও প্রাণ হারাচ্ছে বিত্তবান আর ক্ষমতাশালীরা।

আজ কোথায় গেল ধর্মীয় বিদ্বেষ! গির্জায় গিয়ে নামাজ পড়ছে মুসলিম ভাইবোনেরা, যাজক কিডনি দান করছেন একজন হিন্দুকে, মৃত্যু শয্যায় কাতরানো ডাক্তারকে প্লাজমা দিয়ে সুস্থ হতে সাহায্য করছে একজন খ্রিস্টান যুবক, ফাদার, সিস্টার, ব্রাদারগণ দিন রাত প্রার্থনা করছেন, সেবা দিয়ে যাচ্ছেন অসহায় মানুষের মাঝে। বিশেষভাবে বলতে হয় এ সময়ের সবচেয়ে মানবিক ও সাহসী ডাক্তার নার্স ও স্বার্থকর্মীদের কথা যারা সকল ধর্মের, বর্ণের ও শ্রেণীর সেবায় সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। তারা জীবন রক্ষা করতে গিয়ে হারাচ্ছে নিজ প্রাণ। এর চেয়ে মহৎ কাজ আর কি হতে পারে?

মানুষ হওয়া সত্বেও যদি আমরা একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে ভালবাসতে না পারি তাহলে কি লাভ ধর্ম বিশ্বাসী হয়ে? আমরা সবাই একজন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি। তিনি সবাইকে সমানভাবে ভালবাসেন, তিনি সকলকে সমভাবে জীবন উপভোগের অধিকার দিয়েছেন। আমরা যেই ধর্মের, বর্ণের বা শ্রেণীরই হইনা কেন মানুষ হিসাবে আমাদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব মানব প্রেম। মানব প্রেম প্রকাশ পায় আমাদের চিন্তা-চেতনায়, কথাবার্তায় ও আচার-ব্যববহারে। যখন আমরা সকল ভেদাভেদ ভুলে একজন আরেক জনকে নিজের মত বুঝতে পারবো, ভালবাসতে পারবো, সম্মান দিব, বাঁচতে সাহায্য করবো পৃথিবী হয়ে উঠবে একটি আর্দশ ও শান্তি-পূর্ণ বাসভূমি। আমাদের ধর্ম পালন হবে সার্থক আর মানব প্রেম প্রতিষ্ঠা পাবে এ জগৎ-সংসারে॥ ❑

বাস্তব জীবন

পদ্মা সরদার

দূরের ঐ আকাশ টাকে দেখেছো?
দেখেছো কত তাপ তার বুকে!
তুমি দেখেছো কি ছুটে চলা মানুষ ভিড়ে?
কতো স্বপ্ন নিয়ে উড়ে!
দেখেছো কি তুমি ট্রেনের অপেক্ষায় বসে থাকা
ঝিমিয়ে পড়া লোক?
হাজারো কল্পনা সাজিয়ে চেয়ে থাকে অপলক।
শান্ত নদীর তীরে কাউকে বসে থাকতে দেখেছো?
দেখেছো তার হৃদয়ের উত্তালতা
তার যন্ত্রণার ক্ষতের গভিরতা কেউ মেপেছো?
কেউ জানতে চায় না
রাস্তার পাশে পড়ে থাকা পাগল মানুষটার গল্প
কেউ বোঝে না কেন এই দূরত্ব
দিনে দিনে ভালবাসা কেন হয় অল্প!
সময়ের ব্যবধানে বদলে যায় মানুষ
অনেক দূরত্ব আর হৃদয় জুড়ে দীর্ঘশ্বাস।
ফেলে আসা অনেক অবহেলা, ছলনা
এর সাথে শেষ হয়ে যায় বিশ্বাস।
কেউ দেখে না কারো রক্তাক্ততা
সবাই মাপে নিজের বেদনা।
ছুটে চলা এই যান্ত্রিকতায় মানুষের
মন আজ পাথর
বুদ্ধিমানের পৃথিবীতে মন আজও কেন
অবুজ!
এতো কিছুর মাঝেও ভালবাসা যেন নিথর।

আমার দেখা অনন্য এক ব্যক্তিত্ব : ফাদার ফ্রান্সিস পালমা

রোজারিও হেনরী জুয়েল

এখানে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা সবই সত্য। অনেকের মতো আমিও তার প্রত্যক্ষদর্শী; আমিও স্বাক্ষী ।

অনেকদিন থেকেই মনের মধ্যে যে দায়ভার বহন করে চলছিলাম; তা থেকে আজ যেন মুক্তি মিলল। প্রয়াত ফাদার ফ্রান্সিস পালমার কথাই বলছিলাম। প্রতিবছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশিতে তার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেখে আর যেন তর সয় না। যেন তার সমন্ধে অন্য সকলের মতো আমিও যে কথাগুলি জানি; তা যদি আমি সবার সাথে সহভাগিতা না করি তাহলে যেন মনটা হালকা হয় না। আজ সেই মুক্তির দিন ।

বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ। খড়ের গাদা, আমরা ভাওয়ালের অধিবাসীরা বলি খেড়ের পাড়া দেওয়ার জন্য ভাল একটা রৌদ্রোজ্জ্বল দিন দেখে কাজ শুরু করলাম। দু'জন মান্দি সহকর্মীও আছে সাথে। প্রায় দুই বিঘা জমির খেড়। রোদ দেখে একটু ছড়িয়ে দিলাম যেন গরম দেওয়া যায়। অর্ধেকটা পাড়া দেওয়া হয়েও গেল। বৈশাখী রীতি অনুযায়ী দুপুর নাগাদ আকাশ যেন সাদা চাদরে ঢেকে গেল। সাদা মেঘ কালো হয়ে গেল। আমরা হতঃভম্ব, দিশেহারা। এতগুলো খেড় ছড়ানো, পাড়াও অর্ধেক ; বৃষ্টিতে ভিজে গেলে এত দিনের শ্রম যেন মাটি। আমি একটু দাঁড়ালাম; আর আমার মনে পড়ে গেল ফাদার ফ্রান্সিস পালমার কথা। মনে মনে বললাম,"দাদু বৃষ্টি তো আমাদের সর্বনাশ করার জন্য আসছে। আমাদের কাজটা শেষ হোক, পড়ে যেন বৃষ্টি পড়ে।" পরেরটা সত্যিই তা-ই হল। আমরা পাঁচজন মিলে কাজটি যখন শেষ করলাম, তখন যেন স্বস্তির বৃষ্টি। সারাদিন ঘামে ভেজা তপ্ত শরীর বৃষ্টির জলে ভিজিয়ে শান্ত হল ।

কেন ঐ সময়ে আমার ফাদার ফ্রান্সিস পালমার কথা মনে হল। সন তারিখ মনে নেই। শুধু মনে আছে তখন ফাদার গের্ডাড স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ। নাগরী বনাম করান দল। খেলা শুরু হওয়ার আগে মাঠের মধ্যখানের আনুষ্ঠানিকতা যখন শেষ; তখন কিন্তু বৃষ্টির রণসজ্জা। তখন আমি আমার পালক-পুরোহিত ফাদার ফ্রান্সিসকে অনুরোধ করলাম -"দাদু, বৃষ্টি তো প্রায় পড়ে, একটা ব্যবস্থা কর।" তখন ফাদার পকেট থেকে একটি রুমাল বের করে একটা গিঁট দিলেন এবং বললেন "ঠিক আছে তোরা খেল, আমি যতক্ষণ না গিঁট খুলুম, ততক্ষণ বৃষ্টি হবে না।" পরের ঘটনা আরো মধুর। বৃষ্টি তো হলই না, বরং করানকে হারিয়ে আমরা নাগরী গ্রাম চ্যাম্পিয়ন হলাম।

উল্লেখ্য, আমরা নাগরী গ্রাম ঐ টুর্নামেন্টের প্রথম চ্যাম্পিয়ন ও হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়ন।

দুই হাজার সহস্রাব্দ, খ্রিস্ট জয়ন্তী, মিলেনিয়াম। সারা পৃথিবীর সাথে একাত্ম হয়ে টলেন্টিনোর সাধু নিকেলাসের ধর্মপল্লী নাগরীতেও সেই একই আনন্দ, একই কৃতজ্ঞতা। এই খ্রিস্টজয়ন্তীকে স্মরণীয় করে রাখতে ফাদার ফ্রান্সিস পালমা সকলকে তথা সকল ধর্মের ব্যক্তিদেরকে নিয়ে গঠন করলেন "সর্ব ধর্মীয় ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পূর্তি উদ্‌যাপন পরিষদ" এবং সর্বসম্মতিক্রমে এর সম্মানিত সভাপতি ছিলেন ফাদার ফ্রান্সিস। খ্রিস্ট ধর্মীয় সকল আচার–আনুষ্ঠানিকতা তো ছিলই, পাশাপাশি তিনি আয়োজন করলেন এক বিশাল নাট্য প্রতিযোগিতার। ১৩ থেকে ১৮ জানুয়ারি ২০০০ খ্রিস্টাব্দ এই নাট্য প্রতিযোগিতায় মোট পাঁচটি নাটক টানা পাঁচ দিন পরিবেশিত হয় পানজোরা সরকারি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়, নাগরী প্রাঙ্গণে। উল্লেখ্য, প্রথমদিন ১৩ জানুয়ারি শ্রী রঞ্জন দেবনাথ রচিত ও রবিন ডি' কস্তার পরিচালনায় "প্রেম হল অভিশাপ" নাটকটি পরিবেশন করে "উত্তর পানজোরা উদয়ন নাট্য সংঘ"। যেটি দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ও ১৭ ইঞ্চি সাদাকালো টেলিভিশন বিজয়ী। দ্বিতীয়দিন ১৪ জানুয়ারি শ্রী কমলেশ ব্যানার্জী রচিত ও শ্রী বিজয় কৃষ্ণ সাহার পরিচালনায় "হাসির হাটে কান্না" নাটকটি পরিবেশন করে "ভুরুরিয়া চতুরঙ্গ নাট্য সংঘ" যা তৃতীয় স্থান লাভ করে এবং পুরষ্কার হিসেবে তারা পান ১৪ ইঞ্চি সাদাকালো টেলিভিশন। তৃতীয় দিন ১৫ জানুয়ারি শ্রী রঞ্জন দেবনাথ রচিত ও শ্রী মনোরঞ্জন দাস এর পরিচালনায় "একটি গোলাপের মৃত্যু" নাটকটি পরিবেশন করেন "পানজোরা নব জাগ্রত নাট্য সংঘ "। চতুর্থ দিন ১৬ জানুয়ারি শ্রী রঞ্জন দেবনাথ রচিত ও মি সুনীল চালর্স রড্রিক্স পরিচালিত "জীবন নদীর তীরে" পরিবেশনায় "কে.ডি.এস. নাট্য সংঘ" যেটি প্রথম স্থান অধিকার করে এবং পুরষ্কার হিসেবে তারা পান ১৪ ইঞ্চি রঙ্গীন টেলিভিশন। পঞ্চম ও শেষ দিন ১৭ জানুয়ারি শ্রী মহাদেব হালদার রচিত ও মো. লেহাজ উদ্দিন শিকদার এর পরিচালনায় "সন্তান হারা মা" নাটকটি পরিবেশন করেন "পানজোরা নব জাগরণী নাট্য সংঘ"। অন্যান্য পুরষ্কারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও পরিচালক নির্বাচিত হন সুনীল চার্লস রড্রিক্স; শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী- মিসেস ইলা কস্তা; শ্রেষ্ঠ পার্শ-অভিনেতা- বিপিন পিউরীফিকেশন ও শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী হন -সোনিয়া গমেজ। সে যেন এক সর্বধর্মীয় মিলন-মেলা; যা শুধুমাত্র সম্ভব হয়েছিল শ্রদ্ধেয় ফাদার ফ্রান্সিস পালমার একান্ত সদিচ্ছায়, যেখানে সকল ধর্মের সকল বয়সের সকল মানুষ পরস্পরের সাথে সহযোগিতা ও সহভাগিতা করে এই মহাকর্মযজ্ঞ বাস্তবায়ন করেছিল। এই ঘটনাটিকে আরো স্মরণীয় করে রাখতে পাথরে খোদাই কৃত সেই স্মতিফলকটি

আজো ফাদার ফ্রান্সিসের সাক্ষ্য বহন করে চলছে, যা স্থাপিত হয়েছিল নাগরী পোষ্ট-অফিস সংলগ্ন। আমার এই স্বল্প জীবনে আমি এরকম মহাকর্ম নাগরীতে দেখিনি; যা ফাদারের এক অপরূপ কীর্তি ।

শ্রদ্ধেয় ফাদার ফ্রান্সিস পালমার আরেকটি সদ্‌গুণ যা সকলেরই অনুসরণ ও অনুকরণীয় এবং আমার জানামতে প্রথম ও একমাত্র যিনি আমাদের ধর্মপল্লীর মাইকগুলোর সঠিক ও সবোত্তম ব্যবহার করেছিলেন। প্রতিদিন ভোরবেলা, দুপুর বারোটায়, সন্ধা ঘন্টার সময় ও রাত আটটার ঘন্টার সময় সকলকে নিয়ে তিনি মাইকে প্রার্থনা করতেন। ভোরে প্রথমে ধর্মীয় গান তারপর সাধারণ কালে "দূত সংবাদ" ও পুনরুত্থানকালে "স্বর্গের রাণী " ঐ দিনের মঙ্গল-সমাচার ও অন্যান্য প্রার্থনা তিনি করতেন। ঘরে ও বাইরে মানুষ যেখানেই থাকত সময় হলে সকলেই ফাদারের সাথে প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করতেন; স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিকভাবেই। সে এক অন্যরকম বোধ; অন্যরকম শান্তি। প্রয়োজনে মিশনের অন্যান্য ঘোষণাও তিনি মাইকে দিতেন। পরবর্তী সময়ে সে ধারাবাহিকতা অন্যান্যরা রাখতে পারেননি; রাখলে আমরাও শান্তি অনুভব করতাম ও মঙ্গলবাণী আরো অনেকে শুনতে পেতো।

গভীর ভক্তি ও ভালবাসা সহকারে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতেন ফাদার ফ্রান্সিস পালমা। সাবলীল ভাষায় খ্রিস্টযাগ পরিচালনা ও উপদেশ প্রদান করতেন। রবিবারের তৃতীয় খ্রিস্টযাগ যেটি মূলত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতীদের জন্য নির্ধারিত; তা ছিল আরো আনন্দময়, স্বতঃস্ফূর্ত ও অংশগ্রহণমূলক। উপদেশের সময় বেদী থেকে চলে যেতেন গির্জার মধ্যখানে মাইক্রোফোন হাতে। দু'ধারে থাকত যুবক-যুবতীগণ। গল্প সহকারে ও আনন্দ সহকারে তিনি উপদেশ দিতেন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে। যেন তিনি সকলেরই একান্তজন, আপনজন। নাগরীতে খুবই কাছ থেকে তাকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। সত্যিই সকলে কত আন্তরিকভাবেই না তার সাথে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেছে। সত্যিই এভাবে এখন আর তাকে না পাওয়া বড়ই মর্মাহত করে আমাদের।

ফাদার ফ্রান্সিস পালমাসহ অন্যান্য অনেক ফাদার-ব্রাদারের মটরসাইকেলের পেছনে বসে অনেক গ্রাম পরিদর্শনে যাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। খ্রিস্টভক্তদের পাশাপাশি মুসলমান-হিন্দুদের বাস যে গ্রামে, সেখানে তিনি ছিলেন আরো নম্র ও বন্ধুবৎসল। অ-খ্রিস্টান কারো সাথে দেখা হলে তিনিই আগে ঐ ব্যক্তিকে যিশুতে প্রণাম দিতেন। কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন ও বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতেন। তিনি প্রায়ই বিভিন্ন মুসলিম বাড়ীতে প্রবেশ করতেন, এবং ঐ বাড়ীর সকলের সাথে এমন আচরণ করতেন যেন তিনি ঐ বাড়ীর সন্তান, অনেকদিন পরে এসেছেন, যেন কত আপন, অনেক দিনের চেনা। ঐ সমস্ত বাড়ীর লোকজনেরাও অনুরূপ আচরণ করতেন, আপন ভাবতেন। সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলতেন। ফাদারের এমন আচরণে নাগরী মিশনের সকলেই তাকে চিনতেন, ভালোবাসতেন, হাসিমুখে কথা বলতেন, হোক সে মুসলমান, হিন্দু বা যে কেউ ।

যুবক-যুবতীদের প্রতি ফাদারের ছিল এক বিশেষ ভালোবাসা, স্নেহময়তা। কাউকে দেখিনি কষ্ট নিয়ে ফাদারের কাছ থেকে ফিরে যেতে। তিনিই আগে তাদেরকে ডাকতেন। হাসি মুখে কথা বলতেন, না চাইতেই আশীর্বাদ দিতেন। খেলাধূলার প্রতি তার বিশেষ দৃষ্টি থাকত সবসময়। তখন নাগরীতে আন্তর্জাতিক মাপের খেলার মাঠ; এক নামে সবাই চিনত। অনেক অনেক মানুষ হত খেলা দেখার জন্য। যেকোন টুর্নামেন্টের আগে স্থানীয় প্রশাসনের পরামর্শ নিতেন ও সহযোগিতা কামনা করতেন, এবং প্রশাসনও সর্বাত্মক সহায়তা দিত। তখন খেলাধূলার প্রতি মানুষের যে টান, আন্তরিকতা, আর একাগ্রতা -সমস্তকেই সদ্-ব্যবহার করেছেন ফাদার ফ্রান্সিস। একত্রে এত মানুষ একটি পরিবারের মতো খেলা উপভোগ করেছেন, আর তিনিও সকলের প্রিয়জন হয়ে উঠেছিলেন তখন। বর্তমানে সেই মাঠও নেই, নেই খেলা নিয়ে সেই নাম ডাকও। বর্তমানে যে মাঠটি আছে, তা শর্ত পূরণ করে হয়নি। উল্লেখ্য, নাগরীতে দু'টি টুর্নামেন্ট যথা, ফাদার উইস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট ও ফাদার গের্ডাড স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট প্রচলিত আছে। তাদের মত ফাদার ফ্রান্সিস পালমাকেও মানুষ ভুলে যায়নি। নাগরী ডন্ বস্কো ক্লাব ২০০২ খ্রিস্টাব্দে তাদের মুখপত্র 'নবতারা' উৎসর্গ করেছিল ফাদারের সম্মানে। এই নাগরীতেই প্রভুর স্মরনোৎসব তথা রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতে করতে স্বর্গবাসী হওয়া সত্যিই সবার ভাগ্যে জুটে না। যা ঘটেছিল ফাদার ফ্রান্সিসের জীবনে।

ক্ষুদ্র এই জীবনে অনেক ফাদার-ব্রাদার সিষ্টারদের স্নেহ স্পর্শ, দরদ আমি পেয়েছি। ফাদার ফ্রান্সিস ব্যক্তিগত জীবনেও প্রার্থনাশীল মানুষ ছিলেন। ছোট খাটো মানুষটি। গলায় বার্ণিশ করা বাঁশের কঞ্চির ক্রুশ। সর্বদা হাসি মুখে সকলের সাথে কথা বলতেন। ধূমপান করতেন ঠিকই কিন্তু সাধারণ ব্যাণ্ডের। তার প্রিয় ব্যান্ড ছিল "সিজার'স"। বৈয়ম ভরা থাকত মিল্কি চকলেটে। আমাকে অনুমতি দেওয়াই ছিল। মন চাইলেই খেতাম। যদিও রক্তের কোন সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু দাদু-নাতি সম্পর্ক ছিল আমাদের। সেমিনারীতে প্রবেশ করতে তিনিই আমাকে উৎসাহিত করেছেন অনেক বেশি। বড়দিনে অন্যান্য সেমিনারীয়ানদের সাথে ফাদারের বাড়ী সাজাতাম। বাড়ীর বাইরে চুনকাম করেছি। ফুলের ও সবজি বাগানে ফাদারকে সাহায্য করেছি মন খুলে। স্থানীয় ও জাতীয় যেমন - সেবাদল, যুব কমিশন ও কারিতাসের একদিন, দুইদিন এমনকি সাত দিনের বিভিন্ন সভা সেমিনারে তিনিই আমাকে বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে পাঠিয়েছেন মিশনের প্রতিনিধি করে। সে সমস্ত আজ জ্বলজ্বলে আমার মানসপটে। যা সত্যিই জাগ্রত থাকবে চিরদিন, চিরকাল, যতদিন আমার হৃদয় পৃথিবী থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে পৌঁছে দেবে আমার এই শরীরে।

তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই ; কিন্তু বেঁচে আছেন তার কর্মে। সকলের সাথে আমিও তার আত্মার চির শান্তি কামনা করি। আসুন আমরা শুধু ভালোটাকেই গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করি; সেটাই পরম আনন্দ। চির সন্তুষ্টি। তিনি বেঁচে থাকবেন আমাদের মাঝে তখনই যখন আমরা তার কর্মগুলো চর্চা করব প্রতিনিয়ত। আমরা সকলেই যখন ফাদার ফ্রান্সিস পালমা হতে পারব; তিনি বেঁচে থাকবেন এরই মধ্যখানে । তিনি বেঁচে থাকুন চিরদিন॥ ❑

তথ্যসূত্র :

১. নাগরী ডন্ বস্কো ক্লাব কতৃক প্রকাশিত মুখপত্র "নবতারা" ২৫ ডিসেম্বর ২০০২ খ্রিস্টাব্দ

২. নাগরী খ্রীষ্টান যুব সমিতি কতৃক প্রকাশিত মুখপত্র "নাগরী " ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

৩. টলেন্টিনোর সাধু নিকোলাসের নতুন গির্জা শুভ উদ্বোধন ও আশির্বাদ "স্মরণীকা" ১২ ডিসেম্বর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

ভাওয়াল, তুমি কি আগের মতো আছো

অচেনা পথিক

প্রাকৃতিক পরিবেশে আচ্ছন্ন, অপরূপ সৌন্দর্যে ঘেরা এ যেন এক স্বর্গপুরী। পাখিদের কলকাকলী, গাছ-গাছালির সজীবতা দেখলে প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। আকাশ, বাতাশ, মাটি পানি, বায়ু এ সবই যেন এক অমৃত অনুভূতি তৈরি করছে। যাই হোক, কাজের কথায় আসা যাক, আমার জন্ম ভাওয়ালে। শৈশব, কৈশোর পার করেছি ওখানেই। তাই প্রতিটি পথ-ঘাট, বন-বনানি এ সবই আমার চেনা। এক গ্রামের পর অন্য গ্রাম, এক বাড়ির পর অন্য বাড়িতে ছিল আমার পদচারণা। রাস্তা ধরে হেঁটে যেতে যেতে দেখতাম সবুজ-শ্যামলের হাতছানি। চারদিক যেন অপরূপ সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। এ বাড়ি ওবাড়ি যেতে যেতে কত দুষ্টামিই না হত তার কোন হিসেব নেই। আমার বন্ধু টুটুল, গড়নে আমার থেকে পাঁচ কেজি বেশি, যথেষ্ট লম্বা, হাঁটার ধরনও ভিন্ন। ওর সাথেই আমার উঠা-বসা। আজও সেই পুরোনো স্মৃতিগুলো মনে পরে যায়। এক সাথে ঘুরতে যাওয়া, কাকা-জ্যাঠিমাদের বাড়িতে গিয়ে চেয়ে খাওয়া, অত্র এলাকার সব ছেলে-মেয়েরা একত্রিত হয়ে খেলাধুলা করা, আনন্দ উল্লাস আরো কত কি?। এ সবই আমায় আনন্দ দিত। গ্রামের পরিবেশই আমায় বলে দিত এটা খ্রিস্টান গ্রাম। কিছুদিন আগেও আমার গ্রামে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। আমি যখন টঙ্গী পারি দিচ্ছিলাম তখন আমার চোখে পরল বিভিন্ন ধরনের সাইনবোর্ড , যেখানে বিভিন্ন কোম্পানির নাম লেখা ছিল। আমার মনে হয়েছে কোম্পানিগুলো হয়তোবা জমি কেনার জন্যে পায়তারা করছে, হয়তোবা সবগুলো জমিই কিনে নিয়েছে। কিন্তু আসলে না। একটি কোম্পানি হয়তোবা একখণ্ড জমি কিনেছে কিন্তু দশটি সাইনবোর্ড আশেপাশে লাগিয়েছে। আমি শুধুই সাইনবোর্ড গুলো দেখছিলাম। আমাদের গাড়ি ধীর গতিতে চলতে লাগল, হঠাৎ করেই আমাদের গাড়িটা থমকে দাঁড়াল। ড্রাইভার সাহেব আমাদেরকে বলল, গাড়িটা নষ্ট হয়ে গেছে, আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। আমরা সবাই অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমরা গাড়ি থেকে নামলাম এদিক-ওদিক দেখতে লাগলাম। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল। এক পর্যায়ে আমি তপুকে বললাম, হ্যাঁ রে তপু, আমরা এখন কোথায়?। তপু বলল, ভাওয়ালে। আমি বললাম আমরা কি সত্যিই ভাওয়ালে? সে কোন উওর দিল না। ও বলা হয়নি তপু হল আমার অন্যতম আরেক জন প্রিয় বন্ধু। ততক্ষনে ড্রাইভার সাহেব আমাদেরকে বলল, আপনারা আসুন, গাড়ি ঠিক হয়ে গেছে। আমরা পুনরায় গাড়িতে উঠে নিজ নিজ আসনে গিয়ে বসলাম। গাড়ি পুনরায় চলতে শুরু করল। আমি সারাক্ষণ বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। শতশত সাইনবোর্ড আমার নজরে আসছিল। আমি মনে মনে ভয় পেলাম, না জানি সামনে আরো কত কি অপেক্ষা করছে। মিনিট তিরিশের মধ্যে আমরা তুমিলিয়া বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের মেইন গেইটের সামনে এসে পড়লাম এবং গাড়ি থেকে নামলাম। আমি তপুকে বললাম, এই হল আমার মা জননী যে আমাকে শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি ও শৃঙ্খলা দিয়েছে। আমার কথায় তপু খুবই আশ্চর্য হল। আমি তপুকে মিনিট পাঁচেকের জন্যে স্কুলের ভিতরে নিয়ে গেলাম। স্কুল জীবনের কিছু কিছু কাহিনী বলতে শুরু করলাম। তপু আনন্দের সহিত সেগুলো শুনছিল। স্কুল দেখা শেষ হলে আমরা উত্তরের রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। আমরা দেখতে পেলাম একটি বিরাট কারখানা যার অবস্থান স্কুলের খুবই সন্নিকটে। আমি কারখানাটি দেখে অতিশয় কষ্ট পেলাম। তপু আমায় সান্ত্বনা দিল ও বলল, চল যাওয়া যাক। আমরা পুনরায় হাঁটতে শুরু করলাম। রাস্তার দুধারে কিছু কিছু সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। আমি তপুকে বললাম, হয়তোবা এই জায়গা গুলোতেও বড় বড় কারখানা হবে। যতই সাইনবোর্ড গুলোকে দেখছিলাম সেগুলো আমাকে কষ্ট দিচ্ছিল। তপু আমাকে সবসময়ই সান্ত্বনা দিচ্ছিল। আমরা মিনিট তিরিশের মধ্যে বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। আমি মাকে বললাম, আশেপাশে এত সাইনবোর্ড কেন?। মা বলল, আমাদের এখানেও এসেছে ইতোমধ্যে, কয়েকটি জমিতে সাইনবোর্ড দিয়েও দিয়েছে। আমি মার কথা শুনে চরম মাত্রায় অনিশ্চয়তায় পরে গেলাম। আমি মাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, মা আমাদের গ্রামটা হয়তোবা শেষ হয়ে যাবে, ভাওয়াল শেষ হয়ে যাবে শুধুই রয়ে যাবে ইতিহাসে। অতপর তপু বলল, কষ্ট পেয়ে আর কী লাভ? আমরাই তো প্রকৃত দোষী। কোম্পানি গুলোকে খাল কেঁটে নিয়ে এসেছি। দোষ করেছি, শাস্তি তো আমাদের পেতেই হবে॥ ❑

শুঁচিবায়ু

মিলটন রোজারিও

– **দী**প, দীপ, কোথায় রে মামা?

- কে? কে এলো আবার এই সকাল সকাল!

দীপের মা রান্না ঘরে কাজ করছিল। দীপকে এই সময় কে ডাকছিল কাজের মেয়ে নীলাকে দেখতে বলে।

- ও নীলা, দেখতো কে এলো?
- দেখছি কাকী। কে আপনি? কাকে চান? দাঁড়ান, দাঁড়ান। ঘরে ঢুকবেন না।
- তুমি কে?
- আমি নীলা।

এমন সময় দীপের মা পুষ্প শাড়ীর আঁচলে তার হাত মুছতে মুছতে যিশু যিশু বলতে বলতে সামনে আসে। দেখে তার ছোট ভাই অতুল দুয়ারে দাঁড়িয়ে। হাতে একটি বড় কাঁঠাল। পুষ্প তাকে ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে বলে। পুষ্পর মুখে সব সময় যিশু যিশু কথাটি লেগেই আছে।

- যিশু-যিশু ও তুই! দাঁড়া। নীলা, তুই এখানেই দাঁড়িয়ে থাক। যিশু-যিশু, আমি এক্ষুনি আসছি।

পুষ্প আরো বলে যায়,

- নীলা তুই ঐ কাঁঠালে এখন কিছুতেই হাত দিবি না, কিন্তু। আর ওকে ও ঘরে ঢুকতে দিবি না, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত, যিশু যিশু।

নীলা কাকীর কথা শুনে তাড়াতাড়ি আবার কলাপ্সিব্‌ল গেইটি লাগিয়ে দেয়। কারণ, নীলা নতুন এসেছে দীপদের বাড়ীতে। দীপের মামাকে সে চেনে না। কাকীর কথায় ভয় ভয় লাগে তার মনে। ভাবে বাহিরের অন্য কোন লোক হবে হয়তো। কিছুক্ষন পর পুষ্প যিশু যিশু বলতে বলতে একটি বাল্‌তিতে ডেটল মিশ্রিত পানি, একটি লুঙ্গি আর তোয়ালে নিয়ে আসে। অতুলকে বলে,

- যিশু, যিশু, কাঁঠালটি নিচের সিঁড়িতে রাখ। এই নে লুঙ্গি আর তোয়ালে। বাহিরের ঐ স্নানঘর থেকে স্নান করে আয়। তবেই তোকে ঘরে ঢুকবে দেবো। যিশু, যিশু নতুবা তুই ঐ বাহিরেই থাক।

অতুল মনে মনে দিদির কথায় বিরক্ত হয়। কিন্তু কোন উপায় নাই। সে তার দিদির এই শুঁচিবায়ু রোগটি সম্বন্ধে আগে থেকেই জানে। তাই বলে,

- আমি ঘরে আসবো না দিদি। মা এই কাঁঠালটি দীপের জন্যে পাঠালো। তাই নিয়ে এসেছি। কাঁঠালটি রেখে দে আমি এক্ষুনি চলে যাবো।
- যিশু যিশু কি বলিস! একটু বস। তোর প্রিয় আলু পরোটা বানিয়েছি। খেয়ে যাবি।

অতুল ভাবে বড়দি বলছে। আবার আলু পরোটার লোভটি সে সামলাতে পারে না। কারণ, আলু পরোটা তার খুব প্রিয় খাবার। কিন্তু এখন স্নান করার ঝামেলাটাই সব গুলিয়ে দিচ্ছে। আবার ভাবে এখন চলে গেলে দিদি হয়তো রাগ করতে পারে। সাত পাঁচ ভেবে অতুল দিদির হাত থেকে লুঙ্গি আর তোয়ালেটা নিয়ে বাহিরের চাপকল পাড়ের স্নান ঘরে ঢোকে। পুষ্প ডেটল পানি দিয়ে কাঁঠালটি ভালো করে ধুয়ে ফেলে। যিশু যিশু বলে নীলাকে কাঁঠালটি ঘরে নিয়ে যেতে বলে। নীলা বলে,

- কাকী কাঁঠালটি অনেক পাকা। খুব নরম।
- যিশু যিশু তুই এটি নিয়ে ঘরে যা।

অতুল স্নান সেরে ড্রয়িং রুমে এসে বসে। দীপ তার ঘরে পড়ালেখা করছিল। মামার কণ্ঠ শুনে ড্রয়িং রুমে এসে মামাকে বলে,

- মামা কেমন আছো?
- আসো ভাগিনা, আসো। তোমার মার অত্যাচারে আর কেমন থাকি বল। তুমি কেমন আছো মামা? লেখাপড়া করছিলে বুঝি?
- হ্যাঁ মামা। লক ডাউনে বসে আর কি করবো। লেখাপড়া আর কি, হুমায়ুন আহমেদের মিসির আলী পড়ছিলাম। টিভি দেখতে দেখতে আর ভালো লাগে না এখন। সব পুরান নাটক সিনেমা দেখায়।
- কেন! সাব স্টার চ্যানেলে তো তোমার প্রিয় সিরিজ "তারক মেহতা কী উল্টা চশমা" দেখায়। দেখো না?

এমন সময় পুষ্প যিশু যিশু বলতে বলতে নীলাকে সঙ্গে করে আলু পরোটা আর কাঁঠাল নিয়ে ড্রয়িং রুমে আসে। পুষ্প বলে,

- নাও, মামা-ভাগিনা বসে বসে খাও। যিশু যিশু, তুই এই লকডাউনের মধ্যে কাঁঠালটি নিয়ে কেন আসলি? বান্দুরা বাজারে কতজনকে করোনায় ধরেছে জানিস না? যিশু যিশু। আর তুই বান্দুরা ব্রিজের বাঁশের বেড়া ডিঙ্গিয়ে এলি কি ভাবে, বল তো?
- কত মানুষই তো বাজারে যাচ্ছে, আসছে।
- যাক। তুই যাবি কেন? যিশু যিশু তুই এখন থাক, দুপুরে খেয়ে তারপর যাবি।
- না দিদি। মা চিন্তা করবে। আমাকে বলেছে কাঁঠালটি দিয়েই চলে আসতে।
- মাকে আমি ফোন করে বলে দিচ্ছি। তুই বস।
- না না দিদি। মায়ের জন্য প্রেসারের ঔষধ নিতে হবে। আমি এখন যাবো।
- যিশু যিশু ঠিক আছে। ঔষধ কিনে সোজা বাড়ীতে যাবি। আমি মাকে ফোনে বলে দিচ্ছি।
- আসি মামা। বাই।
- বাই মামা। আবার এসো।
- হ্যাঁ আসবো॥ ❑

দৈনিক পত্রিকায় সপ্তাহের আলোচিত সংবাদ

করোনার করাল গ্রাস এখন খ্যাতনামা ব্যক্তি, শিল্পপতি, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, চিকিৎসক থেকে শুরু করে সর্ব স্তরে

এখন পর্যন্ত মরণঘাতি করোনায় বাংলাদেশের মৃত্যের সংখ্যা ১৫৮২জন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ২৪ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ'র হিসেব মতে দেশে করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১,২২,৬৬০জন। আক্রান্তের তালিকায়ও অনেক বরেণ্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের নাম রয়েছে। করোনা

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান | *বদর উদ্দিন কামরান* | *মোস্তফা কামাল*

শেখ আব্দুল | *নিলুফার মঞ্জুর* | *মনিরুজ্জামান*

পরীক্ষা বৃদ্ধির পর থেকে প্রতিদিনই হু-হু করে বাড়ছে শনাক্ত এবং মৃতের সংখ্যা। খ্যাতনামা ব্যক্তি, শিল্পপতি, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, চিকিৎসক, পুলিশ-র‍্যাব-বিজিবি সদস্য, সেনাসদস্য, ব্যবসায়ী, আমলা, ব্যাংক কর্মকর্তা, দুদক কর্মকর্তা, সাংস্কৃতিক অঙ্গনের ব্যক্তিত্ব কেউ-ই বাদ যাচ্ছেন না অদৃশ্য ভাইরাস করোনার ছোবল থেকে। ঝরে গেছেন অনেক প্রিয় মুখ।

করোনায় বাংলাদেশে প্রথম রোগী শনাক্ত হয় ৮ মার্চ ও প্রথম তিনজন মারা যান ১৮ মার্চ। তবে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় বিশিষ্টজনদের মধ্যে করোনা চিকিৎসক সিলেটে গরীবের ডাক্তার হিসেবে পরিচিত **ডা. মো. মঈন উদ্দিন** করোনায় আক্রান্ত হয়ে নিহত হন। অতপর একে একে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি করোনায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসারত অবস্থায় প্রাণ হারান।

শিক্ষাবিদ, লেখক ও **জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান**। আর আওয়ামী লীগ নেতা এবং সাবেক **এমপি হাজী মকবুল হোসেন**।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও অ্যাপেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান সৈয়দ মঞ্জুর এলাহীর স্ত্রী সানবিমস স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল **নিলুফার মঞ্জুর**। আর **এস আলম গ্রুপের পরিচালক মোরশেদুল আলম**।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভিসি, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা **ড. নাজমুল করিম**। শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজির ও সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস (প্রা.) লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান **ইমামুল কবীর শান্ত**। খ্যাতিমান প্রকৌশলী **জাতীয় অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী** এছাড়াও বর্ষীয়ান আওয়ামী লীগ নেতা ও দলটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী **মোহাম্মদ নাসিমও**। সাবেক অর্থ এবং বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী **মেজর জেনারেল (অব) আনোয়ারুল কবির তালুকদার**। আর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও সিলেটের **সাবেক মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ** কামরান ও **কামরানের স্ত্রী আসমা কামরান**।

বিসিএস ২২তম ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা দুদক পরিচালক **জালাল সাইফুর রহমান**। সদ্য অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) যাওয়া **অতিরিক্ত সচিব তৌফিকুল আলম**। রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান ও **সাবেক সচিব বজলুল করিম চৌধুরী** করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। **চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সাবরিনা ইসলাম সুইটি**।

আনোয়ার খান মডার্ন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিফ হেমোটোলজিস্ট দেশের অন্যতম হেমাটোলজিস্ট এবং ল্যাবরেটরি মেডিসিন স্পেশালিষ্ট **অধ্যাপক কর্নেল (অব.) মো. মনিরুজ্জামান**। ইবনে সিনার রেডিওলজি বিভাগ প্রধান অধ্যাপক মেজর (অব.) **আবুল মোকারিম মো. মহসিন উদ্দিন**।

টিভি ব্যাক্তিত্ব প্রযোজক, নাট্য নির্দেশক, অভিনেতা, আবৃত্তিকার **মোস্তফা কামাল সৈয়দ**। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও মৌলভীবাজার মিনিবাস মালিক সমিতির চেয়ারম্যান **সৈয়দ মফচ্ছিল আলী,** দৈনিক ভোরের কাগজের সাবেক সহকারী সম্পাদক ও এনটিভির সাবেক বার্তা **সম্পাদক সুমন মাহমুদ**, দৈনিক সময়ের আলোর নগর সম্পাদক **হুমায়ুন কবীর খোকন**, ভোরের কাগজের ক্রাইম রিপোর্টার গীতিকার **আসলাম রহমান**, সাবেক যুগ্ম সচিব, মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিব বাহিনীর কমান্ডার **ইসহাক ভূইয়া**, দৈনিক সময়ের আলোর **মাহমুদুল হাকিম অপু**, টেলিভিশন নৃত্যশিল্পী সংস্থার সাবেক সভাপতি নৃত্যশিল্পী **হাসান ইমাম**, এশিয়ান কারাতে ফেডারেশনের রেফারি, বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের সদস্য ও বাংলাদেশ আনসার কারাতে দলের কোচ **হুমায়ুন কবীর জুয়েল**, বগুড়ার সোনাতলা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শিক্ষাবিদ **নজবুল হক**।

আমাদের দেশে যত দিন যাচ্ছে, করোনায় মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ হচ্ছে। যাদেরকে আমরা হারিয়েছি তাঁদের সবার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা। বিশেষ করে সম্মুখ সারির যোদ্ধা ডাক্তার, নার্সসহ সকল স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ, সেনাবাহিনী, আনসারসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর সদস্য, সাংবাদিক এবং অন্যান্য পেশাজীবী যারা নিজের জীবন বাজি রেখে লড়ে যাচ্ছেন তাঁদের প্রতি আমারদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধার্ঘ। দেশে করোনার এই দুর্যোগে পুলিশ পেশাগত দায়িত্ব পালন করে চলেছে। তাঁরা মানুষের সাহায্য- সেবায় নিয়োজিত হচ্ছেন। সাংবাদিকদের ছুটে যেতে হচ্ছে হাসপাতাল থেকে সমাধিস্থল পর্যন্ত। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এই দুই পেশার অনেক মানুষই আক্রান্ত হয়েছেন। পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন অনেকে। তাঁদের আত্মত্যাগ, পরিশ্রম ও সাহসকে আমরা বিনম্র সম্মান জানাই।

যারা আক্রান্তের তালিকায় রয়েছেন

মহামারী করোনা ভাইরাস বিশ্বজুড়ে তার ভয়াবহ রূপ নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। যার ফলে এ ভাইরাসে আক্রান্তের সারি লম্বা হয়েই চলেছে। ইতোমধ্যে করোনা সংক্রমিতের তালিকায় ঢুকে পড়েছে সব শ্রেণি পেশার মানুষ। এরইমধ্যে দেশের বেশকিছু রাজনীতিবিদও এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

(১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

এই কালের দয়ালু সামারীয়ের গল্প

ড. আলো ডি'রোজারিও

ছোট বন্ধুরা, তোমরা তো পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত দয়ালু সামারীয়ের গল্পটা জানো, তাই না? যদি ভুলে গিয়ে থাকো, তবে অতি সংক্ষেপে লিখে মনে করাতে পারি। একটি লোক দূরবর্তী গন্তব্যে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে ডাকাতের হাতে পরলেন। ডাকাত তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে মারধোর করে আধমরা অবস্থায় রাস্তার ধারে ফেলে রেখে চলে গেল। ঐ পথ ধরে প্রথমে একজন যাজক গেলেন, এরপর গেলেন একজন লেবীয়। তারা কিন্তু কেউ আহত সেই লোকটির কোন ধরনের সাহায্যই করলেন না। এরপর ঐ পথে এলেন একজন সামারীয় আর তিনি মৃতপ্রায় লোকটির সেবা যত্নের সবরকম ব্যবস্থা নিয়ে তাকে সুস্থ করে তুললেন।

এখন নিশ্চয় তোমাদের মনে পড়েছে, ভালবাসার মহান আজ্ঞা বিষয়ে শিক্ষা দিতে গিয়ে যিশু দয়ালু সামারীয়ের আদর্শের কথা বলে বুঝিয়েছেন- ডাকাতের হাতে পরা লোকটির সেবাযত্ন করায় সামারীয় ব্যক্তিটিই ছিলেন প্রকৃত প্রতিবেশী। ভালবাসা বিষয়ে যিশুর অন্যতম একটি আজ্ঞা- আমাদের প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসা। প্রতিবেশীকে সত্যিকারের ভালবাসলাম কী না তা জানা যাবে কীভাবে? আমাদের ব্যবহার ও কাজের মাধ্যমে, আশেপাশে যারা আছেন তাদের জন্যে কল্যাণকর কিছু করলাম কী না তা বিবেচনা করার মাধ্যমে।

এবার আসা যাক, তোমাদের জন্যে আমার গল্পে। এই গল্পটা একদম সত্যিকারের। জেনে রাখা ভাল, গল্পের ঘটনা হতে পারে বেশ কয়েক রকম- একদম সত্যি, একদম কাল্পনিক, এই দু'য়ের মিশেল যা কী না কিছুটা সত্যি ও কিছুটা কাল্পনিক। আমি যে গল্প লিখতে শুরু করেছি তা কিন্তু দূরদেশের, সেই ফিলিপাইনের। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা। ম্যানিলা শহরের মাকাতি এলাকার রাস্তায় হেঁটে হেঁটে চকোলেট বিক্রি করেন কার্লোস। প্রতিদিন এই চকোলেট বিক্রির কাজে কম পক্ষে তাকে চার কিলোমিটার পথ হাঁটতে হয়। তিরাশি বছরের বয়স্ক কার্লোসের কাছে এতটুকু হাঁটাহাঁটি কিন্তু খুব সহজ কাজ না।

করোনার লকডাউনের কারণে কার্লোস প্রায় দুই মাস চকোলেট বিক্রি করতে পারেন নি। করোনার লকডাউন শেষে মে মাসের মাঝামাঝি থেকে কার্লোস পুনরায় চকোলেট বিক্রি শুরু করেন। করোনা ঝুঁকি এড়াতে তার বয়সীদের একদম ঘরে থাকবার কথা। কিন্তু পেটের দায়ে তাকে তো ঘরের বাইরে বের হতেই হয়, চকোলেট বিক্রি করতে অনেকক্ষণ বাইরেও থাকতে হয়। তিনি মনে মনে ভাবেন, তার যদি একটি বাইসাইকেল থাকত, তবে বেশ সুবিধা হত। কষ্ট করে এতটা পথ হাঁটতে হত না। আরো বেশি চকোলেট বিক্রি করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা যেত।

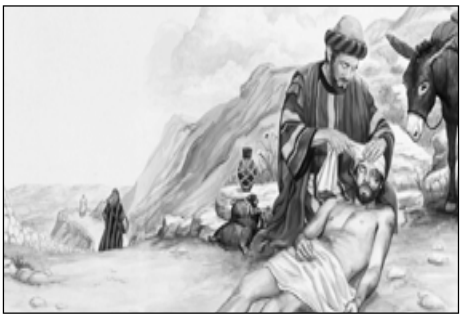

মাকাতির রাস্তায় চকোলেট বিক্রি করতে করতে যেকোন বাইসাইকেলের দোকানের সামনে এলে কার্লোস একটু থামে। থেমে সে দোকানে রাখা সারি সারি সুন্দর সুন্দর বাইসাইকেলের দিকে তাকায়। তখন তার মনে বাইসাইকেল কেনার সুপ্ত ইচ্ছেটা নড়েচড়ে ওঠে। তিনি মনে মনে বলেন, একটা বাইসাইকেল যদি কিনতে পারতাম! সাহস করে একাধিকবার দোকানে ঢুকে একটি কম দামের বাইসাইকেলের দাম কত তা তিনি জিজ্ঞেস করেছেন। কিন্তু দাম শুনে মন খারাপ করে আবার ফিরেও এসেছেন। বিক্রেতারা বাইসাইকেলের সর্বনিম্ন দাম হাঁকেন ১০০ ডলার। শুনে কার্লোস বলেন, ৪০ ডলারে বিক্রি করা যায় না? আমার কাছে এর চেয়ে বেশি ডলার যে নেই। সাইকেল বিক্রেতারা কার্লোসকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন।

বিক্রেতারা তাড়িয়ে দিলে কী হবে, ৪০ ডলারে একটি বাইসাইকেল কেনার চেষ্টায় কার্লোস প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন দোকানে খোঁজ নেয়। বুড়ো মানুষ, মনে রাখতে পারেন না, তাই তিনি কয়েকটা দোকানে এভাবে একাধিকবার খোঁজ নিয়েছেন। দোকানের এক মালিক কার্লোসের এই বাইসাইকেল কেনার বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলেন। তার মনে দয়া জাগে। তিনি সুযোগ খুঁজতে থাকেন কীভাবে ৪০ ডলারের মধ্যেই কার্লোসকে একটি বাইসাইকেল দেয়া যায়। দেখতে দেখতে একদিন সে সুযোগ এসে যায়। করোনার কারণে বাইসাইকেল তেমন বিক্রি হচ্ছে না দেখে একটি কোম্পানী ঘোষণা দেয়, কম মূল্যে পুরনো মডেলের সব বাইসাইকেল বিক্রি করে দেয়া হবে।

বাইসাইকেল দোকানের সেই দয়ালু মালিকের নাম কেরেনডাং। কার্লোসকে খুঁজে পেতে কেরেনডাং জানান, ৪০ ডলারে একটি বাইসাইকেল কার্লোস কিনতে পারবেন। পরদিন বেশ খুশী মনে ৪০ ডলার সাথে নিয়ে কার্লোস বাইসাইকেল কিনতে দোকানে যান। নির্ধারিত ৪০ ডলার দিয়ে বাইসাইকেল কিনে কার্লোস দোকান হতে রাস্তায় নামবেন আর দোকানমালিক ডলারগুলো নিয়ে ফিরবেন দোকানের ভেতর- সেই মুহূর্তে কী ভেবে জানি কেরেনডাং কার্লোসকে ডেকে ফেরালেন। সাইকেল বিক্রি বাবদ পাওয়া ডলারগুলো কার্লোসকে ফেরত দিয়ে কেরেনডাং বললেন- এইসব ডলার আপনার, আপনি রাখুন। আর বাইসাইকেলটাও আপনার, সাথে করে নিয়ে যান।

দোকানের ক্যামেরার সহায়তায় এই বেচাকেনা ও ডলার ফেরত দেবার ছবি সামাজিক মাধ্যমে অতি দ্রুত প্রচার পেতে থাকে। অনেকে জানতে চান পুরো ঘটনা। প্রকৃত ঘটনা জানতে আবার কেউ কেউ দোকানেও চলে আসেন। বিষয়টি একসময় সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। অনেকে লিখে পাঠায় প্রশংসার বাণী, অনেকে আবার কার্লোসের জন্যে পাঠায় নানা উপহার। হাজারো প্রশংসাবাণীতে ভাসতে থাকে কেরেনডাং। কার্লোসের জন্যে উপহার হিসেবে আসে হেলম্যাট, রেইনকোট, মাস্ক, সানগ্লাস, ইত্যাদি। ওদিকে কেরেনডাং-এর দোকানের সামনে মানুষের ভিড় একে একে বাড়তে থাকে। শত শত মানুষ আসে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাতে। তাদের কেউ কেউ কিনে নিয়ে যান দোকানের বাইসাইকেল বা অন্য কোন সামগ্রী। দিনশেষে কার্লোসের দোকানের সব মালামাল বিক্রি হয়ে যায়! একদিনের বিক্রি তার ছয় মাসের মোট বিক্রিকে ছাড়িয়ে যায়!!

কার্লোসকে ডলার ফেরত দেবার পরের ঘটনাগুলো এত দ্রুত ও এত অভাবনীয়ভাবে ঘটতে থাকে যে কেরেনডাং হয়ে যান হতভম্ব। সবকিছু বুঝে উঠে আগেই তিনি তার দয়ার কাজের জন্যে বিখ্যাত হয়ে যান। তার সুনাম ছড়িয়ে যায় সর্বত্র। দেশী-বিদেশী সাংবাদিকরা কার্লোস ও কেরেনডাং-এর ছবি নিতে ছুটাছুটি শুরু করেন। বেশিরভাগ পত্রিকায় পরদিন লেখা হয়- কেরেনডাং এই সময়ের সামারীয়, তিনি ভাল কাজ করে কার্লোসের প্রকৃত প্রতিবেশী হয়েছেন॥ ❑

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

শরণার্থী ও সৃষ্টির যত্ন নিতে পোপ মহোদয়ের উদাত্ত আহ্বান

গত রবিবার (২২/০৬) দূত সংবাদ প্রার্থনার পর পোপ ফ্রান্সিস সাধু পিতরের চত্বরে উপস্থিত তীর্থযাত্রীদের উদ্দেশ্যে বাস্তচ্যুত ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান জানাতে ও যত্ন নিতে অনুরোধ করেন । করোনাভাইরাস সংকট শরণার্থীদের রক্ষাকল্পে তাদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা জোরালোভাবে তুলে ধরেছে। প্রতিটি ব্যক্তির কার্যকর সুরক্ষার জন্য, বিশেষ করে যারা নিজেদের ও পরিবারের উপর মারাত্মক হুমকির কারণে নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন তাদের সুরক্ষার জন্য একটি নতুন ও কার্যকর অঙ্গীকার নেওয়ার জন্য পোপ মহোদয় সকল বিশ্বাসীদেরকে প্রার্থনায় অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানান। পোপের এই আহ্বান এমন সময়ে এসেছে যখন পৃথিবীর ৮০ মিলিয়ন মানুষ বাস্তচ্যুত হয়েছে। করোনাভাইরাস মহামারী আমাদেরকে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার সম্পর্ক নিয়েও ধ্যান করতে সুযোগ এনেছে। লকডাউন প্রকৃতিতে দূষণ কমিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রকাশ করছে। অনেক স্থানের ভিড় ও শব্দ কমেছে। আমাদের সর্বজনীন বসতবাটীর যত্নে আমাদেরকে আরো সচেতন হতে হবেই। প্রাথমিকভাবে কঠিন লকডাউন ও বিধিনিষেধ দিয়ে করোনাতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার কিছুটা হ্রাস করেছে বিশ্বের অনেক দেশ। কিন্তু সময়ের স্রোতে দারিদ্র ও বেকারত্বের কষাঘাত থেকে রক্ষা পেতে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সারাবিশ্বেই ধীরে-ধীরে লকডাউন শিথিল হচ্ছে। যাতে করে মানুষ সচেতন হয়ে জীবন নির্বাহ করতে পারে। মানুষের সর্বজনীন প্রয়োজন মেটানোর জন্য তৃণমূল পর্যায়ে যে চেতনা এসেছে তা মানুষের সাধারণ কল্যাণ করার জন্য সর্বদা জাগ্রত থাকুক। ইতালির বিভিন্ন প্রান্ত এবং অন্যান্য দেশ থেকে আগত তীর্থযাত্রীদের ধন্যবাদ দেন তার সাথে প্রার্থনায় অংশ নিতে এসেছেন বলে। একই সাথে পৃথিবীর সকল বাবাকে 'বাবা দিবসের' শুভেচ্ছা ও আশির্বাদ দান করেন পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এবং বলেন, বাবা হয়ে ওঠা এতো সহজ কাজ নয়।

পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট ভাইকে দেখতে জার্মানীতে গিয়েছেন

ভাতিকানের মাতের এ্যাকলেজিয়াল মঠে নিরবে নিভৃতে জীবন-যাপনকারী এমিরিতুস পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট তাঁর ভাইকে দেখতে জার্মানীতে গেছেন। তাঁর ভাই জর্জের বয়স ৯৬, যিনি শারীরিকভাবে ভীষণ দুর্বল। গত বৃহঃস্পতিবার (১৮/০৬) সকালে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব আর্চবিশপ জর্জ গান্সভেইনসহ ডাক্তার, নার্স ও নিরাপত্তাকর্মীর ক্ষুদ্র একটি দল নিয়ে জার্মানীতে যান। সকাল ১১:৪৫ মিনিটে মিউনিখে পৌঁছালে রেজেনসবার্জ ডাইয়োসিসের বিশপ রোদলভ ভোদেরহলজার তাঁকে স্বাগতম

ভাই মন্সিনিয়র জর্জের সাথে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট

জানান ও বাসস্থান পর্যন্ত সঙ্গ দেন। পোপ বেনেডিক্ট ও তাঁর ভাই একান্ত নিভৃতে থাকতে চান বলে তাদের ইচ্ছাটাকে সম্মান জানাতে রেজেনসবার্জ ডাইয়োসিসের ভক্তদেরকে অনুরোধ করা হয়। তাই তারা দু'ভাই কাউকে দেখা দিবেন না। ভাতিকানের প্রেস অফিসের পরিচালক, মাত্তেয় ব্রুনি জানান, এমিরিতুস পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের যতটা সময় প্রয়োজন ততদিনই তিনি জার্মানীতে থাকবেন। উল্লেখ্য যে, পোপ ১৬শ বেনেডিক্ট ও তাঁর ভাই জর্জ তিন বছরের ছোটবড় হলেও একই দিনে অর্থাৎ ২৯ জুন ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ফ্রেইসিন ক্যাথিড্রালে যাজকরূপে অভিষিক্ত হন। জর্জ ছিলেন দেদীপ্য এক সঙ্গীতজ্ঞ আর যোসেফ ছিলেন প্রথিতযশা এক ঐশতত্ত্ববিদ। দু'ভাইয়ের মধ্যে সর্বদাই একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাই পোপ ১৬শ বেনেডিক্টের পোপীয় শাসনামলে (২০০৫ থেকে ২০১৩) মন্সিনিয়র জর্জ বেশ কয়েকবার ভাতিকানে এসেছেন; এমনকি পোপীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেবার পরেও তিনি ভাইকে দেখতে ভাতিকানে এসেছেন। পোপ বেনেডিক্ট বলেন, জীবনের শুরু থেকেই আমার ভাই শুধুমাত্র আমার সঙ্গী নয় কিন্তু আমার গাইড। *- তথ্যসূত্র : news.va*

পোপ ফ্রান্সিস ধন্যা মারীয়ার স্তবে আরো তিনটি অনুনয় প্রার্থনা যুক্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন

গত ২০ জুন নির্মল হৃদয় মারীয়ার পর্বদিনে পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক ধন্যা মারীয়ার স্তবে (লরেটোর লিতানি) সংযোজন ঐশ ভক্তি ও সাক্রামেন্ত বিষয়ক সংস্থা প্রকাশ করেছে। সংস্থার প্রিফেক্ট কার্ডিনাল রবার্ট সারাহ্ এবং সেক্রেটারী আর্থার রচে এক পত্রে বিশ্বব্যাপী কাথলিক বিশপস্ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্টদের জানান যে, অনেক শতাব্দী ধরেই খ্রিস্টবিশ্বাসীরা অসংখ্য নামে ও সম্মোধনে ধন্যা মারীয়াকে ডেকে আসছে খ্রিস্টের সাথে সাক্ষাতের নিশ্চিত সুযোগ লাভের আশায়। সময়ের ও পরিস্থিতির বিবেচনায় মণ্ডলীর সর্বোচ্চ ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস ধন্যা মারীয়ার স্তবে নতুন তিনটি সম্বোধন যোগ করেন। সেগুলো হলো - করুণার মাতা, আশার জননী ও অভিবাসীদের সান্ত্বনা। নির্দেশনা অনুসারে মা মারীয়ার স্তবে 'করুণার মাতা' অনুনয়সূচক সম্বোধনটি আসবে 'খ্রিস্টমণ্ডলীর মাতার' পরে; 'আশার জননী' আসবে 'ঐশ্বরিকপ্রসাদের মাতার' পরে এবং 'অভিবাসীদের সান্ত্বনা' আসবে 'পাপীদের আশ্রয়' এর পরে।

'বার্ষিক গ্লোবাল রোজারি রিলে' পোপ ফ্রান্সিসের জন্য প্রার্থনা করার আহ্বান জানাচ্ছে

গত ১৯ জুন যিশুর হৃদয়ের পর্বদিবসে সারাবিশ্বের মানুষ বার্ষিক গ্লোবাল রোজারি রিলে করার জন্য মিলিত হয়েছে, যা এ বছর ১১ বর্ষে পদার্পণ করলো। যাজকদের পবিত্রতার জন্য প্রার্থনা দিবসের এই দিনে এ রোজারি রিলেতে যারা অংশ নিচ্ছে পোপ ফ্রান্সিস নিজে তাদেরকে তাঁর প্রৈরিতিক আশির্বাদ প্রদান করেছেন। গ্লোবাল রোজারি রিলে হলো ওয়ার্ল্ডপ্রিস্ট গ্লোবাল অ্যাপস্টলেট এর একটি উদ্যোগ যা বিজ্ঞাপন জগতের এক ব্যক্তিত্ব মারীয়ান মুনহাল প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্বব্যাপী যাজকদেরকে প্রার্থনার মাধ্যমে সমর্থন দানের জন্য। খুব সাধারণ একটি অনুপ্রেরণা থেকে গ্লোবাল রোজারি রিলের শুরু হয়। মুনহাল জানান, ১১ বছর আগে এক সকালে '২০ দেশ, ২০ প্রেরণকর্ম' অংশ তিনি জেগে ওঠেছিলেন। মুনহাল স্মরণ করেন যে, কিছুক্ষণ অনুধ্যান করার পর তিনি ও তার সহকর্মীরা সিদ্ধান্ত নেন বার্ষিক গ্লোবাল রোজারি রিলে করার জন্য। বিগত এক দশক ধরে রিলেতে মানুষের অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে বেড়ে চলেছে। মারীয়ান উল্লেখ করেন, আমরা বিশ্বের প্রতিটি দেশে রয়েছি, কেউ এ থেকে বাদ পড়বে না। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ২৮৫টি স্থানে রোজারি রিলেটি হয়েছে এবং এ বছর ইতোমধ্যে ৩০০টিরও বেশি স্থানে প্রার্থনা হবে বলে জানা গেছে।

এ বছরের রোজারি রিলে প্রার্থনাটি পোপ ফ্রান্সিসের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে। মারীয়ান আরো জানান, পোপ ফ্রান্সিসের জন্য প্রার্থনা করার জন্য তাদের নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা আছে। পোপ ফ্রান্সিস সবসময় তার জন্য প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেন, তাই রোজারি রিলে পোপ ফ্রান্সিসের জন্য প্রার্থনা করতে জনগণের জন্য একটি সুযোগ নিয়ে এসেছে। তাই এ বছর ভার্চুয়াল রোজারি হবে পোপ ফ্রান্সিসের মঙ্গল কামনা করে। এ মহামারীর সময় ভিডিও কনফারেন্সিং'র মাধ্যমে প্রার্থনা করে আমরা আমাদের বিশ্বাস অন্যদের সাথে সহভাগিতা করতে পারি। মুনহাল জোর দিয়ে বলেন, যার যার অবস্থানে থেকে গ্লোবাল রোজারি'র স্ট্রিমিং এ যুক্ত হয়ে আমরা এক হয়ে উঠেছি। এই অনলাইন সারাবিশ্বকে একটি পরিবারে পরিণত করেছে।

ঢাকা আর্চডাইয়োসিসের যুব কমিশনের করোনাভাইরাস বিষয়ক সচেতনতা ও করণীয় সম্পর্কে সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক ■ গত ২২ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ফাওকাল কোয়াজি ধর্মপল্লীতে ঢাকা আর্চডাইয়োসিসের যুব কমিশনের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় এবং স্থানীয়দের সহায়তায় করোনাভাইরাস বিষয়ক সচেতনতা ও করণীয় বিষয়ে যুবক-যুবতীদের জন্য এক শিক্ষা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৩৫জন যুবক-যুবতী স্বাস্থ্যবিধি মেনে এ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুজ মূল বিষয়ের উপর উপস্থাপনা রাখেন। মূলতঃ যুবক-যুবতী যারা বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে তাদের সচেতন করে সুরক্ষিত রাখার জন্যই এই আয়োজন। খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সেমিনার শেষ হয়। ফাদার নয়ন গোছাল খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগ শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সেনিটারজার, মাস্ক বিতরণ করা হয় এবং সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি যথার্থভাবে মেনে চলার অনুরোধ করা হয়।

২৩ জুন বিকালে ভাদুন ধর্মপল্লীতে করোনাভাইরাস বিষয়ক সচেতনতা ও করণীয় বিষয়ে যুবক-যুবতীদের জন্য এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। করোনাভাইরাসের কারণে বড় সমাবেশ নিরুৎসাহিত করা হলেও এতে ৭৬জন যুবক-যুবতী যথার্থ স্বাস্থ্যবিধি মেনে এ সেমিনারে অংশগ্রহণ করে। ঢাকার যুব কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফাদার নয়ন গোছাল উপস্থিত থাকলেও ভাদুনের পাল পুরোহিক ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুজ মূল বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, করোনাভাইরাসের কোন ঔষধ আবিষ্কার এখনো হয়নি এবং কবে নাগাদ হবে তা ও নিশ্চিত নয়। তাই আমাদেরকে সচেতন হয়ে ও যথার্থভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে করোনাকে মোকাবেলা করতে হবে। করোনার ভয়ে আতঙ্কিত না হয়ে তা জয় করার জন্য করণীয় সবকিছু করতে হবে। যুবক-যুবতীদের পক্ষ থেকেও কয়েকজন করোনা পরিস্থিতি সহভাগিতা করে এবং তা কিভাবে এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে তা তুলে ধরে। অন্যান্য সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মানার সাথে-সাথে প্রতিদিন নিজেদের ও বিশ্বের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনার করার আহ্বান করা হয়। তারপর সকলের একসাথে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সেনিটারজার, মাস্ক বিতরণ করা হয় এবং সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি যথার্থভাবে মেনে চলার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হয়॥

দৈনিক পত্রিকায় সপ্তাহের আলোচিত সংবাদ

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

দেশে এখন পর্যন্ত করোনা আক্রান্তের তালিকায় রয়েছেন সরকারের সাবেক মন্ত্রীসহ বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্য।

দেশে করোনার প্রকোপ শুরুর পর কর্মহীন মানুষের পাশে সরকারি সহায়তার পাশাপাশি রাজনীতিবিদদের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবেও পাশে দাঁড়িয়েছেন। কেউ আবার করোনায় মৃতদের দাফনের কাজেও এগিয়ে যান। আক্রান্তদের ধারণা, মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়েই তারা সংক্রমিত হয়েছেন। আবার এদের মধ্যে কেউ কেউ বাসায় থেকে চিকিৎসা নিয়েই সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

বীর বাহাদুর উশৈসিং

শফিউল আলম নাদেলও

এবাদুল করিম

ফরিদুল হক খান দুলাল

ফজলে করিম চৌধুরী

মাশরাফি

নাসমুল ইসলাম অপু

মন্ত্রীদের মধ্যে প্রথম আক্রান্ত বান্দরবানের এমপি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক **মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং**। আওয়ামী লীগের **সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম নাদেলও**। **শহীদুজ্জামান সরকার** (নওগাঁ-২)। **এবাদুল করিম** (ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫), **এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী** (চট্টগ্রাম-৬), এছাড়াও **ফরিদুল হক খান দুলাল** (জামালপুর-২)। করোনা আক্রান্ত বাংলাদেশি ক্রিকেটার **মাশরাফি**। এছাড়াও বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের **নাসমুল ইসলাম অপু**।

উৎস : প্রথম আলো ও দৈনিক ইনকিলাব

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে ইচ্ছুক? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে **'প্রতিবেশী পরিবার'**। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

– : গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : –

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
  গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে/বিকাশের মাধ্যমে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে **THE PRATIBESHI** নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে।
- স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

বিকাশ নাম্বার : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

ডাক মাসুলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	..... ৩০০ টাকা
ভারত	..... ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	..... ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	..... ইউএস ডলার ৬৫

বিশ্বমণ্ডলীর সংবাদ

(১৮ পৃষ্ঠার পর)

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ২২
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 22
❖ 28 June - 4 July, 2020 , ১৪ - ২০ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
Regd. No. DA-33

BOOK POST

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতা ও সাবধানতা অবলম্বনে করণীয়
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর নির্দেশনা

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা,

আপনাদের সকলকে জানাই খ্রিস্টীয় প্রীতি ও প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা!

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া নোভেল করোনাভাইরাস (কভিড-১৯) বাংলাদেশেও সংক্রমিত হয়েছে এবং হচ্ছে। জনবহুল দেশ হিসাবে এই রোগ ব্যাপক আকারে সংক্রমনের ঝুঁকিতে রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশকে ঝুঁকি এড়াতে লক্‌ডাউন করার কথা সুপারিশ করেছেন। বাংলাদেশ সরকার এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে এবং তা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাচ্ছে। আপনারা নিয়মিত সংবাদ মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে এই রোগের পরিস্থিতি ও ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত হচ্ছেন।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের বিশপগণ পরিস্থিতি অনুযায়ী ইতিমধ্যেই নানাধরনের পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিচ্ছেন। পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় সারাবিশ্বের সকলকে এই রোগ থেকে উদ্ধার পাওয়ার নিমিত্তে প্রতিদিন বিশেষ ভাবে ব্যক্তিগত ও পরিবারে প্রার্থনা করার বিনীত আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর পক্ষ থেকে সবাইকে নিম্নলিখিত নির্দেশনা পালন করতে ও এই রোগের প্রতিকারে নিয়মিত প্রার্থনা করার আহ্বান জানাচ্ছি।

১. বাংলাদেশ সরকার ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন, জনসমাগম এড়িয়ে চলুন এবং যার যার অবস্থান থেকে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সহায়তা করুন।

২. নোভেল করোনাভাইরাস সম্পর্কে আতঙ্কিত না হয়ে ব্যক্তিগত ভাবে ও পরিবারে সচেতনতা ও সাবধানতা অবলম্বন করুন।

৩. সাবান পানি দিয়ে কম পক্ষে ২০ সেকেন্ড যাবৎ হাত ভালমত ধৌত করুন, বার বার হাত পরিষ্কার করুন। প্রয়োজনে হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে পারেন।

৪. হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ ও নাক স্পর্শ থেকে বিরত থাকুন। যেখানে সেখানে কফ ও থুথু ফেলবেন না।

৫. হাঁচি-কাশির সময়ে টিস্যু অথবা কাপড়/রুমাল দিয়ে বা বাহুর ভাঁজে নাক-মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহৃত টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার পাত্রে ফেলুন। হাত, কাপড়/রুমাল সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৬. আক্রান্ত ব্যক্তি হতে ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখুন ও নিরাপত্তার জন্য মাস্ক ব্যবহার করুন।

৭. গণপরিবহন যদি একান্তই ব্যবহার করতে হয়, মাস্ক ব্যবহার করা; কোনকিছু স্পর্শ করা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা; যাত্রা শেষে স্যানিটাইজার দিয়ে কমপক্ষে শরীরের খোলা জায়গা জীবানুমুক্ত করা;

৮. করোনা ভাইরাস থেকে নিরাময়ের জন্য নানা প্রকার গুজব, কুসংস্কার, অপপ্রচার পরিহার করুন;

পালকীয় যত্নে করণীয়

৯. অসুস্থ ও বৃদ্ধ খ্রিস্টভক্তগণকে বর্তমান জরুরী অবস্থায় অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানে নিরুৎসাহিত করা;

১০. মুখে খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন, যাজকগণ খ্রিস্টযাগ শুরুর আগে, খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণের আগে ও পরে এবং খ্রিস্টযাগ শেষে মোট চারবার স্যানিটাইজার ব্যবহার করে হাত পরিষ্কার রাখুন;

১১. পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত গির্জায় পবিত্র পানি'র পাত্র শুকনো রাখা ও স্পর্শ করা হতে বিরত থাকা;

১২. জরুরী অবস্থায় রোগীদের সাক্রামেন্ত প্রদানের উদ্দেশ্যে যাজকগণ এগিয়ে যাবেন, এ সময় যাজকগণকে সাবধানতা স্বরূপ রোগীর কাছে যাওয়ার আগে ও পরে হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে; যাতে তিনি সংক্রমিত না করেন ও সংক্রমিত না হন; প্রয়োজনে গ্লাভ্‌স ব্যবহার করুন;

১৩. যদি কোন খ্রিস্টভক্ত করোনাভাইরাস আক্রান্তের এই সময়ে বিদেশ থেকে বাংলাদেশে এসে থাকেন, তাহলে সরকারী ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলুন। যাদেরকে হোম কোয়ারেন্টাইনে (আইসোলেশনে) থাকতে বলা হয় তারা নিজের ও পরিবারের এবং দেশের জনগণের মঙ্গল চিন্তা করে তা যথাযথভাবে পালন করুন।

১৪. করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতা ও সাবধানতার পাশাপাশি এর প্রকোপ নিরসনে বিশ্বব্যাপী অনেক প্রার্থনা, সংকল্প ও সংযম প্রয়োজন। আসুন আমরা নিয়মিত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ভাবে জীবনদাতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org**